ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 May, 2021 ■ আগরতলা, ২৪ মে, ২০২১ ইং ■ ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রের বৈঠকে দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় সায় সব রাজ্যের, লিখিত পরামর্শের অনুরোধ

নয়াদিল্লি, ২৩ মে।। দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা হোক চায় সব রাজ্য। এবিষয়ে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে রাজ্যগুলির থেকে বিস্তারিত পরামর্শ চেয়েছে কেন্দ্র। এরপরই দ্রুত দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে। রবিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের পৌরহিত্যে সব রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষাসচিবদের সঙ্গে বৈঠক শেষে একথা বলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল 'নিশাঙ্ক'।

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে পিছিয়ে গিয়েছে একাধিক বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা। স্থগিত হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন প্রবেশিকাও। করোনাভাইরাসজনিত পরিস্থিতির মধ্যে পরীক্ষার আয়োজন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করতে এই বৈঠকের আয়োজন হয়েছিল। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলি যৌথ বৈঠকে পরীক্ষা আয়োজনের সমস্ত দিকগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এরপর ঠিক হয়েছে যে, পরীক্ষা হবে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়েরর সভাপতিত্বে এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, প্রকাশ জাভড়েকর ও বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব সহ পদস্থ আধিকারিকরা।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড বৈঠকে দু'টি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। প্রথমত, ৩ মাস ধরে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব। যেখানে একমাস ধরে পরীক্ষার প্রস্তুতি হবে ও পরবর্তী দুই মাসে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশিত হবে। সেখানে বলা হয়েছিল পরীক্ষা হবে স্রেফ মূল বিষয়গুলির। সেখান থেকে অন্যান্য বিষয়গুলির নম্বর বিন্যাস হবে। অন্য প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র একটি ভাষা ও তিনটি অন্য বিষয়ে পরীক্ষা হবে। হোম সেন্টারে পরীক্ষা হওয়ার বিষয়ও বৈঠকে আলোচিত হয়েছে।

সে ক্ষেত্রে জুলাইয়ের ১৫ তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু করার ও সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করার ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্রীয় বোর্ড। কেন্দ্রের প্রস্তাবের পাশাপাশি একাধিক রাজ্য নিজস্ব মতামত জানিয়েছে। তবে পরিস্থিতি বুঝে পরীক্ষা নেওয়ার পক্ষেই সওয়াল করেছে রাজ্যগুলি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক টুইট করে জানিয়েছেন, অত্যন্ত সফল মিটিং হয়েছে। ২৫ মে এর মধ্যে প্রত্যেক রাজ্যকে লিখিত পরামর্শ পাঠাতে অনুরোধ করেছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি এ-ও স্পষ্ট করেছেন, পড়ুয়া ও শিক্ষকদের স্বাস্থ্য সবার আগে।

এদিকে, পরীক্ষার আয়োজন নিয়ে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীষ সিসোদিয়া বলেছেন, টিকা করণের আগে দ্বাদশের পরীক্ষার আয়োজন ঠিক হবে না। তিনি বলেছেন, দ্বাদশের পড়ুয়াদের টিকাকরণ নিয়ে ফাইজারের সঙ্গে কথা বলা উচিত কেন্দ্রের। সিসোদিয়া বলেন, দ্বাদশের ৯৫ শতাংশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৮৭৬ জন, মৃত্যু ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। রবিবার সরকারি বুলিটিন প্রকাশিত হয় রাজ্যে গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত হয়েছে ৮৭৬ জন। নমুনা পরীক্ষা হয় ১২,৮০০ জন। মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। সুস্থতার হার ৮২.৬২ শতাংশ। সুস্থ হয়েছে ৪৭৪ জন। পশ্চিম জেলায় ৩৯৯ জন, গোমতী জেলায় ৪১ জন, খোয়াই জেলায় ২২ জন, ধলাই জেলায় ৩২ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৬৬ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১০২ জন, ঊনকোটি জেলায় ৫৪ জন, উত্তর জেলায় ৬০ জন। পজেটিভ হার ৫.৩৪ শতাংশ।

মুঙ্গিয়াকামীতে ড্রাগস উদ্ধার গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মে।। নৈশকালীন কারফিউ চলাকালীন সময়ে গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গিয়াকামী থানাধীন চামলছড়া ৩৫ মাইল সংলগ্ন এলাকা থেকে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া সহ মুঙ্গিয়াকামী থানার ও.সি দেবাজয় রিয়াং সহ মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী উদ্ধার করল প্রায় ৯৮ কৌটা ড্রাগস সহ একটি বাইক এবং এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমা আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়ার কাছে গোপন সংবাদে খবর আসে এক যুবক ড্রাগস বিক্রি করছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তিনি তড়িঘড়ি ছুটে যান। সেখান থেকে ইঞ্জিন জমাতিয়া (৩৫) কে আটক করে মুঙ্গিয়াকামী থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানায় ইঞ্জিন জমাতিয়ার কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৯৮ কৌটা ড্রাগস, একটি মোটরসাইকেল ও নগদ ৯০০০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। এক্ষেত্রে পুলিশ একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নির্মীয়মান জলের ট্যাঙ্কে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ মে।। অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক ঘটনা। নির্মান কাজ করতে গিয়ে আজ সকাল দশটা নাগাদ গোমতী জেলার অন্তর্গত উদয়পুর বন্দোয়ার ২নং ফুলকুমারী এলাকার দুইজন নির্মাণ শ্রমিক হারাধন চক্রবর্তী(৫০)এবং জাহাঙ্গীর হোসেন (৩৮), নতুন জলের ট্যাংকের সেন্টারিং পরিষ্কার করতে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

সোনামুড়া চৌমূহনী এলাকার সব্জি ব্যবসায়ী হারাধন সাহা এক মাস আগে ওনার বাড়িতে নতুন জলের ট্যাংকের জন্য সেন্টারিং করে ঢালাইয়ের ব্যবস্থা করেন। আজ নির্মান শ্রমিক রাজ মিস্ত্রি সর্দার জীবন দেবনাথ জাহাঙ্গীর হোসেন ও হারাধন চক্রবর্তী নামে দুইজন নির্মান শ্রমিককে হারাধন সাহার বাড়িতে পাঠিয়েছেলে সেন্টারিং-এর কাঠ ও বাঁশ খোলার জন্য। প্রথমে তাদের মধ্যে একজন নতুন জলের ট্যাংকের নীচে নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বাসকষ্ট শুরু হাওয়ায় জলের ট্যাংকের ভেতর থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যিনি উপরে ছিলেন সাহায্য করার জন্য বললে, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে সাহায্য করতে নীচে নামার সাথে শ্বাসকষ্ট উপভোগ করতে থাকেন।

এই ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয় মানুষ উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দেওয়ার সাথে সাথে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা অক্সিজেন হেলমেট ব্যবহার করে নীচে নেমে দুই নির্মান শ্রমিককে উদ্ধার করে গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই দুই শ্রমিকের মৃত্যুতে গোটা উদয়পুর সহ বন্দোয়ার এলাকায় ও নির্মান শ্রমিকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রশ্ন উঠেছে নতুন জলের ট্যাংকের কীভাবে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো? গোমতী জেলা কনস্ট্রাকশন লেবার ইউনিয়ন নির্মাণ শ্রমিক সংঘ এবং ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে উনাদের আত্মার সদগতি কামনা করেন এবং মৃত দুই পরিবার যাতে সরকারী সাহায্য পেতে পারে তার জন্য সরকারি আধিকারিকদের অনুরোধ করবেন বলে জানানো হয়েছে।

উদয়পুরে ৮৩ জন টিএসআর জওয়ান নানা সমস্যায় কর্তব্য পালন করছেন, কর্তৃপক্ষ নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ মে।। টি এস আরের ৯নং এবংট ৩নং ব্যাটেলিয়নের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও উদ্বেগ বেড়েই চলছে। ঘটনা উদয়পুর কিরীট বিক্রম ইনস্টিটিউশনে করোনা আবহে অস্থায়ী ভাবে গড়ে উঠা টি এস আরের ব্যারাকের কর্মী ও আধিকারিকদের মধ্যে। এই ব্যারাকে টি এস আরের নবম ব্যাটেলিয়নের ৫০ জন কর্মী সহ, সপ্তম বাহিনীর ৩০ জন কর্মী ও দুই বাহিনীর তিন ড্রাইভার সহ মোট ৮৩ জন টি এস আর জওয়ান রয়েছে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে টি এস আর গাড়ির যা অবস্থা তাতে কর্মীরা সারা রাত ডিউটি শেষে ব্যারাকে আসার জন্য গাড়ি আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এ ছাড়া এই অস্থায়ী ব্যারাকে ৮৩ জন শ্রমিকের জন্য পানীয় জলের যেমন সমস্যা তেমনি স্নানের জলের ও ভীষণ সমস্যা। যে জল গাড়ি থেকে দিয়ে যায় সে জল দিয়েই রান্না, স্নান ও পানের হিসেবে ব্যবহার করা খুবই কষ্ট সাধ্য। গাড়ির জ্বালানির অভাবে কর্তব্য সেরে ব্যারাকে আসা প্রায় দুই ঘন্টা লেগে যায় বলে ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা ক্ষোভ ব্যক্ত করেন । উর্ধতন কতৃর্পক্ষের নজর দেওয়ার দাবি উঠছে।

ফায়ার ব্রিগেড এলাকায় চুরি করতে গিয়ে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রুটি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চুরির ঘটনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে কারফিউ চলাকালে এইসব চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। রবিবার দিন দুপুরে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনীতে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে এক চোর।

জানা যায় ফায়ার বিগেট চৌমুনী এলাকায় চুরি করতে গেলে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি দেখে ফেলেন। তখনই তাকে পাকড়াও করা হয়। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন রবীন্দ্রনগর ঘোষপাড়ায় জগন্নাথ মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

এক যুবক পূজার আসবাবপত্র এবং চাউল সহ অন্যান্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষ দেখতে পেয়ে তাকে আটক করেন। বিষয়টি মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপুটের পুলিশকে জানানো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশী কারবারীর তান্ডব গাড়ি ভাঙচুর নবীনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ মে।। কলমচৌড়া থেকে চড়িলাম বাড়ি ফেরার পথে কে, কে নগর এলাকায় অজয় হোসেন নামের এক যুবককে স্কুটি সহ আটকায় সুনাই দেব নামের এক সমাজদ্রোহী। আটকিয়ে তার কাছে টাকা দাবি করে। টাকা না পেয়ে সুনাই অজয়কে গাছের সাথে বেধে মারধর করে।

হঠাৎ মানুষ জড়ো হচ্ছে খবর পেয়ে সুনাই তার গাড়ি নিয়ে নবীনগরের রাস্তা ধরে পালিয়ে আসার চেষ্টা করে। একটি মারুতি ভ্যানে করে অজয়ের পরিবার সুনাই এর গাড়ির পেছনে ধাওয়া করতে করতে নবীনগর এলাকায় গাড়িটি আটকায়। পালিয়ে আসার পথে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাজ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন ডিডিটি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। কাজ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ভুগছে ডিডিটি কর্মীরা। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে দক্ষিণ জেলা ডিডিটি কর্মীদের মধ্যে। দফায় দফায় আলোচনার পর কাজের সুরাহা না পেয়ে অবশেষে দক্ষিণ জেলার ম্যালেরিয়া অফিসার সুব্রত দাসকে স্পষ্ট ভাষায় ডিডিটি কর্মীরা জানিয়ে দেন কাজ যদি করতে হয় সবাইকে কাজ দিতে হবে তা না হলে আমরা কেউই কাজ করবো না। ২০১৮ নির্বাচনে বর্তমান সরকারের ভিশন ডকুমেন্ট প্রতিশ্রুতি ছিল চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দের নিয়মিত করা। তিন বছর হয়ে গেল , নিয়মিত করা তো থাক দুরের কথা বর্তমানে যে সকল শ্রমিক কাজ করছে তারাও কর্মহীন হয়ে পড়ছে। গত দীর্ঘ বছর যাবৎ ডিডিটি কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হয়নি।

বর্তমানে কাজের অভাব দেখা দিচ্ছে ডিডিটি কর্মীদের। প্রশ্ন-উঠতে শুরু হয়েছে ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে নাকি রাজ্য সরকার? এ নিয়ে দুশ্চিন্তার ভাব ডিডিটি কর্মীদের মধ্যে। এ কাজ করে এই কোনমতে সংসারের প্রতি পালন করছে তারা। কাজ হারালে না খেয়ে মরতে হবে তাদের। এমত অবস্থায় রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করছে ডিডিটি কর্মীদের কাজ দেওয়ার। দক্ষিণ জেলাতে ডিডিটি শ্রমিকের ৩৩ টি দল আছে। প্রতি দলের ৬জন করে মোট ১৯৮ জন ডিডিটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইপিএফটি নেতাকে মারধর অভিযুক্ত তিপ্রা মথার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ মে।। আজ দুপুর আনুমানিক ১ ঘটিকায় বাগমা এলাকার তিপ্রা মাথার নামধারী কিছু যুবক আই পি এফ টি রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি কৃষ্ণকান্ত জমাতিয়াকে আক্রমণ করে বেধরক মারধোর করে। উনার বাড়ীর সমস্ত জিনিসপএ ভেঙে ফেলে। উনি বর্তমানে কিল্লা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মাথায় গুরুতর আঘাত পায়। এছাড়াও একটি দোকান,রাইসমিল,ও আই পি এফ টি পার্টি অফিস সম্পূর্ন ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছানোর পর কিছুটা আয়ত্তে আসে ও পুলিশি নিয়ন্ত্রণে আসে। এলাকায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। এলাকার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য খোঁজ খবর নেন এবং একরাশ ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। কিল্লা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।খবর লেখা পর্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমরা দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী

সংবাদ সংস্থা থেকে সংগ্রহ "অরুণাচলের চাংলাং জেলায় আসাম রাইফেলস-এনএসসিএনের গোলাগুলি, হত এক জঙ্গি, আহত দুই জওয়ান" - জাগরণে প্রকাশিত সংবাদে তথ্যগত মারাত্মক ভুল রয়েছে। সংবাদ সংস্থা ওই খবরে জঙ্গি-র মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু, বাস্তবে জঙ্গি নয় আমাদের বীর জওয়ান শহিদ হয়েছেন। শহিদ জওয়ান-র নাম অবতার চাকমা। বিষয়টি আজ সকালে আমাদের নজরে এসেছে।

সংবাদ সংস্থার ওই খবর গতকাল রাতে যাচাই করার সুযোগ ছিল না। ফলে, অনিচ্ছাকৃত ওই ভুল-র জন্য আমরা দুঃখিত এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। শহিদ জওয়ান-র প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। ওই খবরের জন্য জাগরণ সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

কাউকে আঘাত দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় ছিল না। আমরা সেনা জওয়ান-দের সম্মান জানাই, তাঁদের জন্য গর্ব বোধ করি। তাঁদের কোন অপমান করা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা। অনিচ্ছাকৃত ওই ভুলের জন্য আবারও ক্ষমা চাইছি।

- বার্তা সম্পাদক
জাগরণ

পুর নিগম এলাকাধীন প্রতাপগড়ে পানীয় জলের মারাত্মক সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের ৪২ এবং ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে গত বেশ কিছুদিন ধরেই পানীয় জলের সংকট চলেছে। পাইপলাইনে পর্যাপ্ত পরিমাণের পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না মানুষজন। প্রতাপগড় এলাকায় পানীয় জলের সংকট তীব্র আকার ধারণ করায় ট্যাংকারে করে ওইসব এলাকায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

প্রতাপগড় এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন ট্যাংকার থেকে জল সংগ্রহ করে তৃষ্ণা মেটানো সহ বাড়ি ঘরের যাবতীয় কাজ করছেন। তবে ট্যাংকারে করে যে পরিমান জল দেওয়া হচ্ছে তাতে তাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। প্রচন্ড গরমের মধ্যেও স্নান করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। প্রতাপগড় এলাকার পানীয় জলের সংকট মোকাবেলায় সরকার প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য এবছর তীব্র দাবদাহে এরমধ্যে বৃষ্টিপাত হয়নি বললেই চলে। অনাবৃষ্টিতে জলস্তর অনেক নিচে নেমে গেছে।

ফলে বাড়ি করলে যেসব টিউবওয়েল সহ যেসব পানীয় জলের উৎস ছিল সেগুলি শুকিয়ে গেছে। ক্যান কারে করে সরবরাহ করা জলের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে ওই সব এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকে। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে তা থেকে সহজেই অনুমেয় পাহাড় এলাকায় পানীয় জলের সংকট কতটা চরম আকার ধারণ করেছে।

পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী জনগণ এক ফোঁটা জলের জন্য চাতক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইয়াস'র মোকাবিলায় প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখতে উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.)।। ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-র মোকাবিলায় প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখার জন্য রবিবার উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বৈঠকে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিএমএ), টেলিকম, বিদ্যুৎ, অসামরিক বিমান পরিবহণ এবং ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের শীর্ষ স্তরের আধিকারিকরা হাজির ছিলেন। কী ভাবে ইয়াস-এর মোকাবিলা করতে হবে, এই বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য কী কী প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, তা সবিস্তারে পর্যালোচনা করা হয়।

যত দ্রুত সম্ভব মানুষের কাছে গিয়ে ঝড় সম্পর্কে সতর্কবার্তা দেওয়া, বিপর্যয়ে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানো, সময়মতো মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিদ্যুৎ

বিপর্যয় রোখার মতো বেশ কয়েক দফা পদক্ষেপের কথা উঠে এসেছে এই বৈঠকে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, আর কী কী করা উচিত নয় তা সেই বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মোদী। যেখানে ঝড়ের প্রকোপ পড়তে পারে সেই সব জায়গায় স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, এদিনই পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। সোমবার তা পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড়ে। বুধবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়তে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২২০ ▫ ২৪ মে ২০২১ ইং ▫ ৯ জৈষ্ঠ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অনুকূল জলবায়ু

কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রভাব যথেষ্ট। জলবায়ু অনুকূলে না থাকিলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হইয়া থাকে। কৃষি উৎপাদন মার খাইলে মানব সভ্যতা বড় ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।গোটা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করিতে হইবে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে।আর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে জলবায়ু অনুকূলে থাকিতে হইবে। সেই কারণেই জলবায়ু নিয়ে গোটা বিশ্ব জুড়িয়া হৈচৈ শুরু হইয়াছে।সুস্থ জলবায়ুর পারে একমাত্র কৃষি উৎপাদন কে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে।তা নিশ্চিত করতে হইলে জলবায়ুকে পরিবেশ অনুকূল হইতে হইবে। সে কারণেই জলবায়ু সুস্থ রাখিবার জন্য গোটা বিশ্বজুড়িয়া হইচই শুরু হইয়াছে।জলবায়ু পবিবর্তনের যে বহুমুখী প্রভাব রহিয়াছে পৃথিবীর উপর, তাহা নতুন কোনও কথা নয়। এবার আরও আশঙ্কাজনক খবর শোনাইলেন বিজ্ঞানীরা। আবহাওয়া বদলের জেরে অন্তত এক তৃতীয়াংশ খাদ্যশস্য উৎপাদন ঝুঁকির মুখে। ফলে এই শতাব্দীর শেষে ব্যাপক খাদ্য সংকটের আশঙ্কা। সমস্যা হইবে জলেরও। জলের উৎস ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণের পরিস্থিতি থাকিবে না। উদ্বেগ বাড়িল আমজনতার। তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীতে চাষের জমির ৯৫ শতাংশই ”নিরাপদ” অর্থাৎ আবহাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে এর বিশেষ বদলের আশঙ্কা নাই। যেখানে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, মাটির ধরন - এসবের পরিবর্তনের সঙ্গে চাষে প্রভাব পড়িবার কোনও আশঙ্কা নাই। বলা হইয়াছে, এই শতাব্দীর শেষে ৩.৭ শতাংশ উষ্ণতা বৃপাইতে পারে। সেই অনুযায়ী জমিও সংকুচিত হইবে। ফলে শস্যের ফলনও কমিবে। ফিনল্যান্ডের আলটো বিশ্ববিদ্যালয়ের জল উন্নয়ন বিভাগের গবেষক মাট্টি কুমু ছিলেন গোটা গবেষণার তত্বাবধায়ক। তাঁহার মতে, দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও সাহারা অঞ্চলের বেশ খানিকটা অংশ প্রভাবিত হইবে আবহাওয়া বদলের সঙ্গে। মরু এলাকার জমি নিয়া বেশ চিন্তা রহিয়াছে। কারণ, মরু এলাকায় আরও শুষ্ক হইবে। এছাড়া আমেরিকা, রাশিয়ার উত্তরাংশের বনাঞ্চলও ক্রমশ সংকুচিত হইতে পারে। তুন্দ্রা অঞ্চল হয়ত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। হয়ত এসব জমির উর্বরতা কমিতে পারে বলিয়া শস্য উৎপাদনে প্রভাব ফেলিতে পারে।

এই বদলের অন্যতম কারণ কার্বন নিঃসরণ। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী, এই শতাব্দী শেষে তাপমাত্রা বৃদ্ধি বাধিয়া ফেলিতে হইবে ২ ডিগ্রিতে। সেক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণ কমানো ছাড়া কোনও উপায় নাই। উন্নত দেশগুলি এই চুক্তি অনুসারে তেমন কাজ করিতে না পারিলেও উন্নয়নশীল দেশগুলো কিন্তু এগিয়ে। ফ্রান্সে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূতের দাবি, ভারতের ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষার পারফরম্যান্স আরও ভাল। অধিকাংশ টার্গেটই পূরণ করিয়া ফেলিয়াছে। তবে কি শস্যশ্যামলা ভারত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে খানিকটা হইলেও সুরক্ষিত?এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অবশ্য নিশ্চিতভাবে দেওয়া যাইতেছে না।

জলবায়ু সুরক্ষিত রাখিতে হইলে পরিবেশকে সুস্থ রাখে বার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ সুস্থ থাকলেই উষ্ণায়নের মাত্রা কমিবে। উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইবে। সঠিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইলেই কৃষি উৎপাদনের সহায়ক বলিয়া গণ্য হইবে। স্বাভাবিক কারণেই কৃষি উৎপাদন বজায় রাখিতে হইবে পরিবেশকে সুস্থ রাখা জরুরি। কেননা একটি সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সভ্যতার ক্রমবিকাশে যেভাবে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে তাহা পরিবেশকে কলুষিত করিতেছে। কলুষমুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তোলাই হইবে উত্তরণের একমাত্র পথ। প্রত্যেক সচেতন নাগরিক কে এই বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে হইবে।

এবার রাজ্যপালকে প্রেসিডেন্সি জেলে পোরার হুঁশিয়ারি বেলাগাম কল্যাণের

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.) : আবারও বেলাগাম তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কে প্রেসিডেন্সি জেলে ভরার হুমকি দিলেন তিনি। রবিবার তিনি বলেন, তৃণমূল কর্মীদের বলেছি থানায় থানায় ওর বিরুদ্ধে মামলা করতে। উনি যখন রাজ্যপাল থাকবেন না তখন ওঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। বলা যায় না, হয়তো প্রেসিডেন্সি জেলেই ওঁর ঠাঁই হবে। নারদাকাণ্ডে অভিযুক্ত ৪ নেতা-মন্ত্রীর গ্রেফতারির পর থেকেই রাজ্যপালের উদ্দেশে বেনজির আক্রমণ শুরু করেছে তৃণমূল। নারদকাণ্ডে অভিযুক্তদের হয়ে সওয়াল করতে যাওয়ার পথে গত সোমবার রাজ্যপালকে 'রক্তচোষা' বলেছিলেন কল্যাণ। শুধু তাই নয় বাঘ, ভাল্লুক, কুকুর নানা বিশেষণে ভূষিত করেন রাজ্যপালকে। রবিবার তার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করলেন দলের সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বললেন, 'রাজ্যপাল সকাল থেকে সন্ধে তৃণমূলের পিছনে লেগে রয়েছেন। ওনার ও ওনার সঙ্গে যাঁরা থাকেন তাঁদের ফোনের কল লিস্ট খতিয়ে দেখলে প্রমাণিত হবে রাজ্যপালের মদতেই হয়েছে এই গ্রেফতারি।' এর পর ধনখড়কে রীতিমতো হুমকি দিয়ে কল্যাণ বলেন, 'আমরা জানি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা যায় না। কিন্তু উনি তো সারা জীবন রাজ্যপাল থাকবেন না। তাই তৃণমূল কর্মীদের বলেছি থানায় থানায় ওর বিরুদ্ধে মামলা করতে। উনি যখন রাজ্যপাল থাকবেন না তখন ওঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। বলা যায় না, হয়তো প্রেসিডেন্সি জেলেই ওঁর ঠাঁই হবে।'

ব্ল্যাক ফাংগাসের থাবা এবার বাঁকুড়ায়, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিন

বাঁকুড়া, ২৩ মে (হি.স.) : মিউকরমাইকোসিস বা ব্ল্যাক ফাংগাসের থাবা এবার বাঁকুড়ায়। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনজন। তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। চিকিৎসাধীন তিন জনের মধ্যে একজন পুরুলিয়াৰ অপর দুজন বাঁকুড়ার বাসিন্দা। ওই তিনজনই কোভিড আক্রান্ত এবং তিনজনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজেৰ অধ্যক্ষ ডাঃ পার্থ প্রতিম প্রধান জানিয়েছেন। আক্রান্ত তিনজনের মধ্যে ৬৭ বছর বয়সী এক মহিলা ও ৩৭ এবং ৪৫ বছর বয়সী দুজন পুরুষ রয়েছেন। এই ঘটনায় জেলা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মহামারী ঘোষণা বিহারে

কিশনগঞ্জ, ২৩ মে (হি.স.): বিহারে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা মিউকরমাইকোসিসকে মহামারী ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যের ৩৮টি জেলার জেলাশাসক ও সিভিল সার্জনদের এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার কিশনগঞ্জের সিভিল সার্জন ডাঃ নন্দন চৌধুরী জানান, জেলার স্বাস্থ্য দফতর ও হাসপাতালে এই মারন রোগ প্রতিরোধের জন্যে সবরকমের প্রস্তুতি পর্ব নেওয়া হয়েছে। ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের চিকিৎসার জন্যে প্রচুর পরিমানে ওষুধ মজুত রয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কিশনগঞ্জে কোনও আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বিগত ৪৮ ঘণ্টায় করোনা সংক্রমনের হার কমছে। এদিন সদর হাসপাতালে করোনা ট্রমা সেন্টারে ৭৭ জন নতুন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহারে ১৬৭ জন ব্ল্যাক ফাঙ্গাস আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। ৭০ জন রোগী রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। বাকি আক্রান্তদের চিকিৎসকরা ওষুধ দিয়ে বাড়িতে হোম আইসোলেশনে পাঠিয়েছেন।

অতিমারি কেড়ে নিচ্ছে আমাদের মনুষ্যত্ব ও মানবিকবোধ

বরুণ দাস

মারণ ভাইরাস করোনা বা কোভিড-১৯ সম্পর্কে প্রথিতযথা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গসুষ্ঠ দেখিয়ে চলার ফল যে কি মারাত্মক হতে পারে তা আমরা মাথায় রাখিনি। সামাজিক (আসলে শারীরিক) দূরত্ব, মাস্ক ব্যবহার এবং হাত ধোয়া ব্যাপারে বারংবার বলা সত্ত্বেও আমাদের অনেকেই তা গ্রাহ্য করিনি। এ নিয়ে কেউ কিছু বলতে গেলে শুনতে হয়েছে নানাবিধ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। সতর্কতা অবলম্বনের ফলেই যে মারণ ভাইরাস করোনাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়েছিল , তা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম।

কিন্তু আমাদের বলগাহীন ব্যবহারে আমাদের বেপরোয়া চলাফেরায় আমাদের বিধি-নিষেধ অমান্য করার ফলে স্তিমিত হয়েও ফিরে এসেছে অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ এবং এই ঢেউয়ের প্রতাপ প্রতিপত্তি এতোটাই মারাত্মক যে গোটা বাংলার অবস্থাই নাজেহাল। বিধানসভার ভোটের ডামাডোলে সারা রাজ্য যখন অতি-ব্যস্ত, অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ ঠিক তখনই তারদাঁত নখ বের করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে জুড়ে বসেছে ঘরে ঘরে। প্রতিদিন সংক্রমণের সংখ্যা প্রায় জ্যামিতিক হারেই বাড়ছে। চারদিকে এক ভয়ানক আতঙ্কের পরিবেশ।

বাংলাভাষায় একটা সাবেকি প্রবাদ বাক্য আছে, যার গ্রহণযোগ্যতা আজও সমান। 'কারও পৌষমাস তো কারও সর্বনাশ'। আমাদের আবহমানকালের যাপনচিত্রের নানা বাস্তব অবস্থা থেকেই উঠে আসে প্রবাদ বাক্যগুলো। জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে থাকার ফলে একে কোনও ভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। আজকের অতিমারির প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ এই পুরনো প্রবাদ বাক্যেরই যাবতীয় সত্যতা প্রমাণ করেছে। বাস্তবে দেখা গেছে, পৌষমাস গুলিকয়েক মানুষ বা সংস্থার হয়, কিন্তু সর্বনাশটা হয় দেশের সিংহভাগ নিরপরাধ মানুষের।

অতিমারির প্রথম ঢেউয়ে আমরা হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছিল এমন কিছু বিষয়ের যা মানুষ হিসেবে আমাদেরকে লজ্জিত করেছে, কলঙ্কিত করেছে আমাদের মনুষ্য চরিত্র। আর কতোটা নিচে নামলে মনুষ্য প্রজাতির তকমা হারানো যায়, তা হয়তো নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, কিন্তু আমরা এমন কিছু অনৈতিক কাজে নিজেদেরকে লিপ্ত করেছিলাম-যাতে প্রমাণ হয়েছে বনের পশুরাও আমাদের আচরণে লজ্জা পায়। বিপন্ন ও বিপর্যস্থ মানুষের অসহায়তার সুযোগ সর্বতোভাবে সদ্ব্যবহার করতে কিছুমাত্রা কুণ্ঠিত হয়নি আমাদের কেউ কেউ।

স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই, আমরা মানুষ নামধারী হলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষ নই-তারাই নির্বিকল্প নজির স্থাপন করেছি আমাদেরই কেউ কেই । যুদ্ধ বা মন্তরের সময় কিছু কিছু মানুষ যেমন রাতারাতি ভয়হকর অমানুষ হয়ে ওঠেন, ঠিক তেমনি অতিমারির সময়েও এই সমাজেরই কিছু কিছু মানুষ নিজেদেরকে কেমন যেন আমূল বদলে ফেলেছিলাম। যে বদলের মূলে ছিল মানুষের বিপদ ও বিপন্নতাকে হাতিয়ার করে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বাড়তি কিছু রোজগারের নোংরা

ফন্দি-ফিকির নিজেদেরকে আদ্যন্ত শামিল করা।

সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে বাড়তি কিছু রোজগারের ফন্দি-ফিকিরে নিজেদেরকে সচেতনভাবে শামিল করে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তথা মনুষত্ববোধ ও মানবিকতার পাঠ পুরোপুরি শিকেয় তুলে দিয়েছিলাম আমাদের কেউ কেউ। আমাদের কারও কারও কাছে তখন অনৈতিক উপায়ে অর্থ উপার্জনই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। সমাজ সংসারের যাবতীয় স্বাভাবিক উচিত অনুচিত, ভালো বন্দ, ন্যায় -অন্যায়, বিবেক বৃদ্ধি সহ ধরনের মানবিক ধন্যা -ধারণাই 'উৎসর্গ' করে গঙ্গা-ভাগীরথীর পিঙ্গল জলে বিসর্জন দিয়েছিলাম আমাদের অনেকেই।

অতিমারির প্রথম ঢেউ যখন আছড়ে পড়ছে অন্যান্য রাজ্যের মতো আমাদের এই পরিবর্তন-এর রাজ্যেও, সেই মহা সঙ্কটময় মুহূর্তে অনৈতিক আয়ের পথ নিয়োজিত করেছিলাম নিজেদেরকে। মানুষের বিপর্যয় ও বিপন্নতাই তখন আমাদের কাছে অতি আয়ের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছিল। বিপদগ্রস্থ মানুষ, আতঙ্কগ্রস্থ মানুষ, ব্যাধিগ্রস্থ মানুষ টের পেয়েছিলেন কিছু কিছু সহ নাগরিকের আগে না -দেখা কুৎসিৎ চেহারা ও চরিত্র। কিছু মানুষের চেহারা ও চরিত্র যে রাতারাতি যে এমন বদলে যেতে পারে তা অনেকের ধারণারও বাইবে ছিল।

অতিমারির সময়ে আধুনিক ও অভিজাত বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো রোগী ও তাঁর পরিবার পরিজনদের নানাভাবে হয়রানি করে বাড়তি রোজগারের পণ করে নিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। বেসরকারি হাসপাতালে সরকার অধিগৃহিত কোভিড শয্যগুলো নিয়ে চলেছে চূড়ান্ত 'কালোবাজারি'। সরকারি ওয়েভসাইটে কোভিড-১৯ রোগিদের ভর্তির জন্য শয্যা খালি থাকলেও বাস্তবে শয্যা কিন্তু মেলেনি। ফলে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাননি অনেকক্ষেত্রে। রোগীকে ভর্তি করতে বাধ্য হয়েছেন পেয়িং বেডে।

কোভিড-১৯ এর চিকিৎসা সংক্রান্ত সরকারি ব্যবস্থাপনাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে নামীদামী বেসরকারি হাসপাতালও নার্সিংহোমগুলো। সাধারণ মানুষ চূড়ান্ত নাজেহাল হয়েছেন চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়ে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগকে বিপাকে ফেলেছেন এরা। রাজ্য সরকারের সদিচ্ছ্য ও তৎপরতা থাকা সত্বেও স্বাস্থ্য চিকিৎসা নিয়ে এমন নজিরবিহীন ঘটনা অন্য রাজ্যে হয়েছে কিনা সন্দেহ। ব্যবসায়ের আড়ালে এমন দূরপেনেয়দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতি সচরাচর দেখা যায় না। যেমন অতিমারির প্রথম ঢেউয়ের সময়ে এ রাজ্যের শহরে হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। নানাবিধ চাতুর্য করে মেডিক্যাল বিলের মেদ বৃদ্ধি করে রোগি ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের 'গলা কাটা' হয়েয়ে। ওই বুয়ো মোটা বিলের সবটা মেটাতে না পাণায় মৃতদেহ আটকে রাখার ঘটনাও দেখা গেছে। এমন কি, দাহ করার সময়ে শ্মশানঘাটেও নাজেহালহয়েছে মৃতের পরিজনেরা। রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাকেও মান্যতা দেননি কেউ কেউ। কোনও সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয় যে সবকিছু সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা এবং তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

কোথাও বা চিকিৎসার নামে চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে শঙ্কটাপন্ন কোভিড-১৯ রোগিদের। অবহেলা ও তা চিকিৎসার কারণেও অনেকে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন এমন অভিযোগ ও নজিরও বিরল নয়। মোটের ওপর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছেন কেউ কেউ। অতিমারিকে হাতিয়ার করে অনৈতিক পথে রোজগারে নিঃজেদেরকে শামিল করেছিলেন কেউ কেউ। কিছু কিছু মানুষের এই অমানুষসুলভ (পশুদের সঙ্গে তুলনা করলে তারাও লক্ষা পাবে) আচরণ সহ-নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে ব্যথিত করেছিল নিশ্চিত।

অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে আবারও কি ফিরে এলো মানুষের সেই অ-মানুষসুলভ আচরণ? যে আচরণ বনের পশু সমাজকেও রীতিমতো লজ্জা দেয়? বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যেই অক্সিজেন 'উধাও'। সরকার বলছেন, ঘাটতি নেইষ মজুত আছে, হাসপাতল কর্তৃপক্ষ বলেছেন 'সিলিন্ডারের অভাব'। ইতিমধ্যে অক্সিজেনের অভাবে কোভিড-১৯ রোগির মৃত্যুর মর্মান্তিক খবরও আমাদের নজরে আসছে। অর্থাৎ কোভিড-১৯ -এর চিকিৎসায় অতি প্রয়োজনীয় উপাদান অক্সিজেন নিয়েও কালোবাজারি শুরু হয়েছে।

দুই-আড়াই হাজার টাকার অক্সিজেন সিলিন্ডার ৬০-৭০ হাজার টাকা দাবি করছে অসাধু সরবরাহকারিরা। দৈনিক অক্সিজেন সিলিন্ডার ভাড়া চাইছে ১৫ হাজার টাকা। যাঁরা হাসপাতালে শয্যার অভাবে বাড়িতে আইশোলেশনে আছেন, তাঁদেরতো শিরে সংক্রান্ত। কি করে মেটাবেন জীবনদায়ী অক্সিজেনের ব্যয়। যাদের লাইসেন্স আছে, অক্সিজেন সরবরাহের তারা 'সরবরাহ নেই' বলে প্রকাশ্যে দাবি করলেও বেশি দাম দিলে গোপনে পৌঁছে দিচ্ছেন কঙ্ক্ষিত বস্তুটি। লাইসেন্সবিহীন অনেকেও চুটিয়ে কালোবাজারি করছে।

অনেকেই এখন এন্টিভাইরাস ড্রাগ রেমডিসিভিয়ার ওষুধটি কথা জেনেছেন। এই ওষুধটি নিয়েও চলছে চূড়ান্ত কালোবাজারি। অনেক ওষুধের দেকানে 'স্টক নেই' বলে বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছেন। 'সরবরাহ নেই' জানাচ্ছেন। কিন্তু ঘুরপথে পাওয়াও যাচ্ছে। মূল্য চোকাতে হচ্ছে প্রতি পাতা ৪০ হাজার টাকা। এভাবে প্রতিপদে করোনা রোগিদের নিংড়ে নেওয়ার ঘৃণ্য ফাঁদ পেতে বসে আছেন এক শ্রেণির মানুষ। না মানুষ বললে এদের প্রতি অবিচার করা হয়। এরা মানুষ নামধারি অ-মানুষ। মানুষের রক্তচোষা রঙ-বদলানো গিরগিটি।

যে-যন্ত্রটি কোভিড ১৯ রোগির শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ মাপার ক্ষেত্রে অতিপ্রয়োজনীয়, সেই অক্সিমিটারের কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে তার দাম প্রায় চারগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। অক্সিজেনের পরিমাণ কতো-তা জানার জন্য এই যন্ত্রটি এখন ঘরে ঘরে প্রয়োজন। কোভিড-১৯ রোগির শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা একান্ত দরকার অক্সিজেনের তারতম্যের জন্য শ্বাসকষ্ট এবং মৃত্যুও অনিবার্য হয়ে ওঠে। যাঁরা আইসোলেশনে বাড়িতে থাকেন, দিনে বেশ কয়েকবার তাদের অক্সিজেনের মাত্রা মেপে দেখার কথা বলেন চিকিৎসকরা। কোভিড-১৯ রোগির শরীরে তাপমাত্রা বা জ্বর মাপার জন্য সাধারণ থার্মেমিটার দরকার পড়ে। সাধাণর থার্মোমিটারের দামও প্রকৃত দামেনর চেয়ে তিন থেকে সাড়ে তিন গুণ বেশি হাকাচ্ছেন বিক্রেতারা। অসহায় ক্রেতার 'কেন এই বর্ধিতমূল্য'? প্রশ্নের উত্তরে তারা কোনও রাখঢাক না রেখেই জানাচ্ছেন, বাজারথেকে বেশি দামে তাদেরকিনতে হচ্ছে। সুতরাম আগের দামে বেচবেন কিভাবে? এরপর আর দামাদামি করা যায় কি? প্রয়োজন আপনার বেশি দামে কেনার সাধ্য না থাকলেও দায়ও কিন্তু আপনার।

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, ইতিমধ্যেই বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নিয়েও আবার শুরু হয়েছে কালোবাজারি। আগের চেয়েও বেশি কয়েক গুণ বেশি। প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া হাকাচ্ছেন হাজার টাকা। শহরতলি থেকে শহরের কোনও হাসপাতালে কোভিড-১৯ রোগিকে নিয়ে যেতে চাইলে আপনাকে কম করেও অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া গুনতে হবে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা। জেলা থেকে এলে তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া ভাড়া গুনতে হবে। চল্লিশ-পঞ্চাশ- ষাট হাজার কিম্বা আরও বেশি যে যা পারছেন ভাড়া হাকছেন। আগের মারণ ব্যধি ক্যান্সার আক্রান্ত রোগিকে সর্বস্ব খুইয়ে চিকিৎসা করতে হতো যদিও রোগ নিরাময়ের সংখ্যা ছিল প্রায় হাতে গোনা। এখন কোভিড-১৯ রোগির ক্ষেত্রে তার চেয়েও অনেক অনেকে বেশি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। কিন্তু ক'জনের সাধ্য আছে এমন অভূতপূর্ণ কালোবাজারির রমরমার সৌজন্যে অঢেল অর্থ ব্যয় করে রোগিকে সারিয়ে তোলা? অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য দায়ী কিন্তু আমাদের অসচেতনতা এবং তার জন্য খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদেরকেই। কিন্তু এর যেশ পরিণতি কোথায় তা কিন্তু কেউ জানেন না। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আমি, আপনি ও অ্যাপ

সুমন সেনগুপ্ত

এই মুহূর্তে যে আমরা একটা জাতীয় বিপর্যয়ে আছি, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার হাড়—কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমের সাহয্যে জীবনদায়ী ওষুধ থেকে শুরু করে অক্সিজেন সিলিন্ডার আনানো ছাড়া মানুষের হাতে আর কোনও গতি নেই। দেশের বেশিরভাগ মানুষের যখন প্রতিষেধকের প্রয়োজন তখন জানা যাচ্ছে যে, তা বিদেশে রফতানি হয়ে গিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বহু মানুষ প্রথম টিকা নেওয়ার পরে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন, আদৌ 'দ্বিতীয় টিকা' পাবেন তো? যখন প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে টিকা প্রক্রিয়াকরণের তখন প্রধানমন্ত্রীর তরফে ঘোষণা করা হয় যে, রাজ্য সরকারগুলো নিজেদের প্রয়োজনমতো অন্যান্য দেশ থেকে টিকা কিনতে পারবে। অথচ, তা হওয়া উচিত ছিল কি? কেন্দ্রীয় সরকার প্রক্রিয়াকরণ করবে আর রাজ্য সরকারগুলো নিজেদের ক্ষমতা অনুয়ায়ী দ্রুততার সঙ্গে এই প্রতিবেষধক দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করবে। অদ্ভুত সময়ে আমরা বাস করছি। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে আমরা যেহেতু একে অন্যকে ওষুধ, অক্সিজেন বা খাবার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি, সরকারও ভেবে বসল যে, প্রযুক্তির সাহায্যেই যদি প্রতিষেধক দেওয়ার কাজটি করা যায়, তাহলে তো খারাপ হয় না। তাই প্রস্তাব করা হল যে, একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন লাগবে বাধ্যতামূলকভাবে, যাতে এই কাজটি সহজে সম্পন্ন করা যায় ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সি মানুষদের জন্য। সরকারেরধারণা, এই বয়সি বেশিরভাগ মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করেন এবং প্রত্যেকে খুব সহজেই এটি করতে পারবেন। নামটাও খুব লক্ষণয় 'কো-ইউন'। 'কো' অর্থাৎ একসঙ্গে 'উইন' অর্থাৎ জেতা। কিন্তু, বিষয়টা যখন আনা হয়,তখন যে অনেক কিছু বাবা হয়নি, তা এখন বোঝা যাচ্ছে।

প্রথম প্রশ্ন, এই মোবাইল অ্যাপটি কেন বাধ্যতামূলকভাবে নিতেই হবে? যখন প্রথম করেনা সংক্রমণ এই দেশে এসেছিল, তখন স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে আরও একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন আনা হয়। 'আরোগ্য সেতু'। বলা হয়েছিল, এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন আনা হয়। 'আরোগ্য সেতু' বলা হয়েছিল এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি নাকি 'কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং' করে অনুসন্ধান করবে আশপাশে কোনও করোনা রোগাক্রান্ত মানুষ আছেন কি না। তারপর দেখা গেল, সেটাও কাজ করা বন্ধ করল। প্রথম থেকেই বহু মানুষ বলে আসছিলেন যে এই 'আরোগ্য সেতু' আসলে মানুষকে নজরবন্দি করে রাখার জন্য সরকারের চাল। কে কোথায় যাচ্ছে, কার সংস্পের্ষে আসছে, সেটা নজরে রাখাই আসল উদ্দেশ্য। সম্প্রতি,দিল্লি হাই কোর্টে উমর খালিদের জামিনের শুনানির সময়ে বিচারপতি বিনোদ যাদব তো বলেই বসলেন যে, জামিন পাওয়ার অন্যতম শর্ত হবে উমর খালিদকে তাঁর মোবাইল ওই 'অ্যারোগ্য সেতু' অ্যাপ্লিকেশনটি নিতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে।

যদি গুগল করা যায় 'ভারত' শব্দটি লিখে, তাহলে যতটা ভারতের চেহারা দেখতে পাওয়া যায়, ততটাই ভারত গুগলের বাইরে পড়ে থাকে। ভারতবাসী মনে করতেই পারেন যে ইন্টারনেট তাঁদের অধিকার। অথচ, এই ভারতেই সবচেয়ে বেশিদিন ইন্টারনেট বন্ধ থেকেছে, তা নিয়ে কিন্তু ভারতবাসী খুব বেশি সোচ্চার হননি। ভারতের ইন্টারনেটেরস্পিড বা গতি বেশিরভাগ জায়গাতেই ধীরে এবং পরিবর্তনশীল, অথচ ভারতবাসীর স্মার্টফোন কেনার প্রবণতা উর্ধ্বমুখী, হয়তো বা বিশ্বে প্রথম। বারতে এখনও মহিলাদের মধ্যে মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ২১ শতাংশ মাত্র, পুরুষদের ক্ষেত্রেতা দ্বিগুণ। সামাজিক কারণেই মহিলারা পুরুষেদের তুলনায় অনেক কম ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। দেখা গিয়েছে, গ্রামীণ ভারত দেখানে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বসবাস করেন, তার এক-চতুর্থাংশের কাছে ইন্টারনেট আছে। শুধু তাই নয়, কো-উইনের নিজস্ব তথা অনুযায়ী একটাও জানা গিয়েছে যে, ৪৫-উর্ধ্ব যে টিকাকরণ হয়েছে তার ১৪.৪ কোটির মধ্যে কো-উইনের মধ্যে দিয়ে হয়েছে মাত্র ২.৫০ কোটি।

এমনিতেই আমাদের মতো দেশে যেখানে শিক্ষার হার কম সেখানে ইংরেজিতে বানানো একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে খুব কিছু সুবিধা হবে? না কি এরমধ্যে দিয়ে বেশ কিছু মানুষকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে? যদিও শোনা যাচ্ছে যে, হিন্দি ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন আনা হবে, কিন্তু তাহলেও কি সমস্যার সমাধান হবেৎ যেখানে ইন্টারনটেরসুবিধাই এখনও দেশের শেষ মানুষটির কাছে পৌঁছয়নি, সেখানে কেন এই পদ্ধতি নেওয়া হল? তাহলে কি ধরেই নেওয়া হয়েছে যে শহরের মানুষদের প্রতিষেধক দেওয়া হবে, আর গ্রামের মানুষের বিনা চিকিৎসায় প্রতিষেধকের অভাবে মারা যাবেন? দেশের নানা প্রান্ত থেকে অভিযোগ আসছে যে বিভিন্ন রাজ্য সরকার করোনা -আক্রান্ত ব্যক্তির আধার নম্বর দেখতে চাইছে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য। এমন অভিযোগ আসছে যে, কোনও একজন বঙ্ক্তি নিজে নিয়েছেন 'কোভিসিল্ড' অথচ কো-ইউন মোবাইল অ্যপ্লকেশনে তাঁর যে শংসাপত্র এসেছে তার দেখা যাচ্ছে যে তিনি

একজন আইনজীবীর মুখে এমন হুমকিতে স্তম্ভিত, টুইট রাজ্যপালের

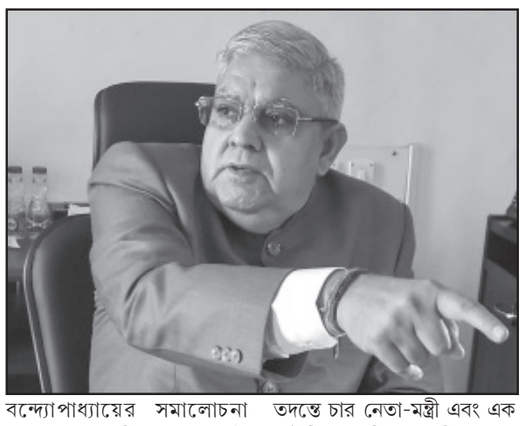

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.) : নারদকাণ্ডে রাজ্যের চার নেতামন্ত্রীর গ্রেফতারিতে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের মদত রয়েছে, অভিযোগ তুলে রবিবার রাজ্যপালকে জেলে পোরার হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণের এহেন মন্তব্যে তিনি স্তম্ভিত বলে টুইট করেছেন রাজ্যপাল। এদিন টুইটে তিনি লিখেছেন, 'তিনি তৃণমূলের প্রবীণ নেতা ও প্রবীণ সাংসদ। তিনি একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী। তাঁর মুখে এমন কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। তবে বাংলার সংস্কৃতিমনস্ক মানুষই এর বিচার করবেন।'

রাজ্যপাল হওয়ার পর থেকেই জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে রাজ্য সরকারের। একাধিকবার তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছে। ভোট পরবর্তী অশান্তি নিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দিয়ে টুইট করে গিয়েছেন রাজ্যপাল। সেই সংঘাতের আবহেই এবার নতুন সংযোজন নারদ কাণ্ড। নারদ তদন্তে চার নেতা-মন্ত্রী এবং এক আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে যে চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই, তাতেও বেনজির ভাবে সাক্ষী তালিকায় নাম রয়েছে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের। আদালত সূত্রে খবর, মোট ৬১ জন সাক্ষীর তালিকায় ৫২ তম সাক্ষী হিসেবে রাখা হয়েছে বাংলার রাজ্যপালকে। তার মধ্যেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই তীব্র আক্রমণ পরিস্থিতি আরও বেগতিক করে তুলবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতি বিশেষজ্ঞরা।

রবিবার ধনখড়কে আক্রমণ করে কল্যাণ বলেন, 'আমরা জানি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা যায় না। কিন্তু উনি তো সারা জীবন রাজ্যপাল থাকবেন না। তাই তৃণমূল কর্মীদের বলেছি থানায় থানায় ওর বিরুদ্ধে মামলা করতে। উনি যখন রাজ্যপাল থাকবেন না তখন ওঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। বলা যায় না, হয়তো প্রেসিডেন্সি জেলেই ওঁর ঠাঁই হবে।' রাজ্যপালকে তৃণমূল সাংসদের হুমকি নিয়ে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি।

অসমে পৌঁছল ৮০ টন লিকুইড মেডিক্যাল অক্সিজেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কৃতজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৩ মে (হি.স.) : জামশেদপুর থেকে অসমে এসে গেছে অক্সিজেন এক্সপ্রেস। আজ রবিবার সকাল প্রায় ১১:৪৫ মিনিটে গুয়াহাটির আমিনগাঁও ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোয় অক্সিজেন এক্সপ্রেস এসে পৌঁছেছে। সশরীরে সেখানে গিয়ে ৮০ মেট্রিকটন মেডিক্যাল অক্সিজেনের চারটি কনটেইনার নিজে রিসিভ করেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অক্সিজেনের চারটি কনটেইনার গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁর অকৃপণ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর অফিশিয়াল ট্যুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অক্সিজেন এক্সপ্রেস-যোগে ৮০ মেট্রিকটন মেডিক্যাল অক্সিজেন অসমে পাঠানো জন্য রাজ্যবাসীর তরফ থেকে ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কঠিন সময়ে এটা আমাদের মনোবল এবং অক্সিজেনের সামর্থ্য বৃদ্ধি করেছে।' অসমে ৮০ মেট্রিকটন লিকুইড অক্সিজেন আসায় রাজ্যের কোভিড আক্রান্ত রোগীদের জন্য এক বিরাট স্বস্তি বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রতি সপ্তাহে দুবার অক্সিজেন এক্সপ্রেস অসমে আসবে। এভাবে নিয়মিত অক্সিজেন আসলে রাজ্যে অক্সিজেনের অভাব দূর হবে। এছাড়া, অসমে মজুত অক্সিজেন থেকে যা বাঁচবে তা উত্তরপূর্বের অন্য রাজ্যেও পাঠানো হবে, জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

নদিয়ায় করোনা রোগীর দেহ ছাড়তে ১৬ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ

নদিয়া, ২৩ মে (হি. স) : করোনায় মৃত দেহ সৎকার করতে পরিবারের কাছ থেকে ১৮ হাজার টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল নদিয়ার কল্যাণীর এনএসএস কোভিড হাসপাতালের ঠিকাকর্মীর বিরুদ্ধে। দেহ সৎকারের সময় শ্মশানে পরিবারের কয়েকজন সদস্য থাকার আবেদন জানান মৃতার ছেলে। কিন্তু রজত মন্ডল নামে একজন ঠিকাকর্মী ১৮ হাজার টাকা দাবি করেন। কিন্তু এত টাকা কেন লাগবে? তার সঠিক উত্তর দেয়নি রজত। দরদাম করে তা ১৬ হাজারে নামিয়ে আনেন পরিবারের সদস্যরা। টাকা পাওয়ার পরেই মৃতদেহ রানাঘাট শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

অভিযোগ, সেখানে গিয়ে হাসপাতালের ডোমরা আরও টাকা দাবি করেন। নদিয়ার চাকদহ থানার বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েতের নিউলিয়ার বাসিন্দা ওই পরিবার প্রথমে চাকদহ থানায় অভিযোগ জানাতে যায়। কিন্তু তাদের কল্যাণী থানায় পাঠানো হয়। পরিবারের দাবি, কল্যাণী থানা অভিযোগ না নিয়ে তাদের ফিরিয়ে দেয়। পরে তাঁরা কল্যাণীর মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। বারংবার এই কোভিড হাসপাতাল থেকে টাকার বিনিময় পরিষেবা দেওয়ার অভিযোগ উঠছে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ রোগী পরিজনরা। প্রশাসনকে আরও কড়া হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। কল্যাণীর মহকুমা শাসক হীরক মন্ডল বলেন, ওই ঠিকাকর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ১৭ মে বছর ৫৮-র মহিলাকে চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হাওয়ায় রাতেই তাঁকে কল্যাণীর কোভিড হাসপাতলে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর সেখানেই শনিবার রাতে মারা যায়। মহিলার ছেলে রামপ্রসাদ দত্ত বলেন, এক আধিকারিকে ঠিকাকর্মীর টাকা চাওয়ার বিষয়টি জানানো হলে তিনি বলেন, এই পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। যে টাকা চেয়েছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। এরপর ওই আধিকারিক দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য হাসপাতাল থেকে এনওসির ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু রজত মন্ডল তার পরেও জানায়, টাকা না দিলে বডি ছাড়া হবে না। সেই মত টাকা জমা দেওয়ার পরেই দেহ শ্মশানে পাঠানো হয়। ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তদের কড়া শাস্তি দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় করোনাবিধি শিথিল করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজ্যে কার্যত লকডাউন চলছে। বহু ক্ষেত্রে জারি নিষেধাজ্ঞা। এই পরিস্থিতিতেই ধেয়ে আসছে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় যশ। যার জেরে চাষ থেকে ঘরবাড়ির ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। সেই কারণে সব দিক বিবেচনা করে কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড় দিল রাজ্য। তার মধ্যে মূলত চাষবাসের ক্ষেত্রে যাতে ক্ষতির মুখে পড়তে না হয়, সেজন্য সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের বিষয়টিও মাথায় রেখে ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

নবান্নের তরফে রবিবার একটি জরুরি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, চাষের কাজ, উদ্যানপালনের কাজে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ, সার নিয়ে যাতায়াতের জন্য পরিবহণের ছাড় দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বন্যা ও বর্ষা মোকাবিলায় যাবতীয় কাজেও কোনও বাধা থাকবে না এই পর্বে। যদিও সমস্ত ক্ষেত্রেই মাস্ক, স্যানিটাইজার ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে রাজ্য। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে রাজ্যের সমস্ত জেলায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে?

১) বীজ, সার, রাসায়নিক এবং কৃষির কাজের ব্যবহার যন্ত্রপাতি কেনাবেচা-সহ কৃষি, হর্টিকালচার, ফুলচাষ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সেই সংক্রান্ত পরিবহন, মজুতের ক্ষেত্রেও মিলবে ছাড়।

২) জরুরি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রাক-বর্ষার জরুরি কাজ-সহ গ্রামীণ উন্নয়নের কাজেও ছাড় দেওয়া হয়েছে।

মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থান করছে। পোর্ট ব্লেয়ারের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ৫৬০ কিলোমিটার, পারাদ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে ৫৯০ কিলোমিটার এবং দিঘার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে ৬৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে সেই গভীর নিম্নচাপ। তা আরও উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হবে। তারপর সোমবার সকালের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে সেটি। সেখান থেকে ইয়াস আরও শক্তিশালী হয়ে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হবে। তারপর অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে বুধবার সন্ধ্যায় ওড়িশার পারাদ্বীপ এবং পশ্চিমবঙ্গের সাগরের মাঝখান দিয়ে স্থলভাগে আছড়ে পড়বে।

তাহলে কী কী বিধিনিষেধ থাকছে?

১) স্কুল, কলেজ-সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

২) বন্ধ থাকবে সমস্ত সরকারি-বেসরকারি অফিস। শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত দফতরগুলি খোলা থাকবে।

৩) শপিং, মল, মার্কেট কমপ্লেক্স, স্পা, বিউটি পার্লার, সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ, সুইমিং পুল, জিম, স্পোর্টস কমপ্লেক্স বন্ধ থাকবে।

৪) সকাল ৭ টা থেকে সকাল ১০ টা পর্যন্ত শাক-সবজি, ফল, মুদিখানা, মাংস, ডিম, পাউরুটির সঙ্গে যুক্ত খুচরো দোকান এবং বাজার খোলা থাকবে। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মিষ্টির দোকান খোলা থাকবে। বেলা ১২ টা থেকে দুপুর ৩ টে পর্যন্ত সোনা ও শাড়ির দোকান খোলা থাকবে। ওষুধের দোকান, চশমার দোকান সাধারণ সময়মতো খোলা থাকবে।

৫) লোকাল ট্রেন বন্ধের মেয়াদ আরও বাড়ল। আগামী ৩০ মে পর্যন্ত রাজ্যে লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকবে বাস চলাচল। ফেরি চলাচল বন্ধ থাকবে। কলকাতা মেট্রো চলবে না। সবই রাজ্যের মধ্যে পরিষেবার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

অটো চলাচল বন্ধ থাকবে। ট্যাক্সি, অ্যাপ ক্যাব চলাচল বন্ধ থাকবে। কার্যত সবরকমের গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকছে। শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত গাড়ি, চিকিৎসা, সংবাদমাধ্যম, হাসপাতাল, ক্লিনিক, টিকাকরণ কেন্দ্র, বিমানবন্দর থেকে গাড়ি, টার্মিনাল পয়েন্ট থেকে গাড়ি চলাচল করতে পারবে। এবার কৃষি, হর্টিকালচার, ফুলচাষ সংক্রান্ত পরিবহনেও ছাড় মিলবে।

৬) রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক - সবরকম জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা।

৭) ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে। তবে সকাল ১০ টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত কাজ চলবে। এটিএম পরিষেবা মিলবে।

৮) বিয়েবাড়িতে সর্বাধিক ৫০ জন উপস্থিত থাকতে পারবেন। সৎকারে সর্বাধিক ২০ জন থাকতে পারবেন।

৯) রাত ন'টা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে সবরকম গতিবিধিতে নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

অরক্ষিত সীমান্ত : করোনা ঝুঁকিতে ভারত - বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,২৩ মে: অরক্ষিত সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ ভাবে এখনো ভারত - বাংলাদেশে ঢুকছে মানুষ। ভিসা-পাসপোর্ট ছাড়াই চোরাই পথে দালালদের মাধ্যমে ভারত থেকে বাংলাদেশে ও বাংলাদেশ থেকে ভারতে দেদারছে যাতায়াত করছে নাগরিকরা।

বিজিবি বিএসএফ এর নিয়মিত অভিযানে হাতে গোণা কিছু অনুপ্রবেশকারীদের আটক করা হলেও একটি বড় অংশ তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশে চলে আসছে। এতে করে বাংলাদেশের ভারত সীমান্তবর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহে করোনার ভারতীয় ধরণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

বিজিবির তথ্য মতে গত তিন মাসে প্রায় তিন শতাধিক নারী পুরুষকে আটক করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এদের কোনোভাবেই কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হয়নি। যা থেকে জেল কারাগারও এখন আশঙ্কায় পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারাও। তাদের দাবি, দ্রুত বিষয়টি নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনা না মিললে ভারতের মত অবস্থা হতে পারে বাংলাদেশেরও।

বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তসহ দেশের তিনটি সীমান্ত পথ খুলে দেওয়া হয়। বিভিন্ন কাজে ভারতে গিয়ে আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে এমন সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ সরকার। সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ১৭ মে থেকে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরা শুরু করেছে বাংলাদেশিরা। গত ৬ দিনে ৪৫৯ নারী-পুরুষ দেশে ফিরেছেন। ভারতে আটকে পড়া এসব বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হলেও অবৈধ পথে দেশে ঢুকে পড়া নাগরিকদের কোয়ারেন্টিন কোনোভাবেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। বরং অনুপ্রবেশকারীরা বিজিবির হাতে আটক হয়ে চলে যাচ্ছে জেলহাজতে। আবার যারা বিজিবির চোখ ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশে আসছে তারা চলে যাচ্ছে নিজ এলাকায়। ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই দেশে প্রবেশের পর ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে তারা। এ থেকে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টও ছড়িয়ে পরার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তথ্য বলছে, বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বেনীপুর, ধোপাখালী, ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার মাটিলা, লড়াইঘাট, সামান্তা ও খোশালপুর সীমান্ত এলাকাসহ বিভিন্ন সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। যাদের নেই কোনো পাসপোর্ট ভিসা। ভারতের অংশ ও বাংলাদেশের অংশে দালালদের সেতুবন্ধনে পারাপার হচ্ছে শ শ মানুষ। তারা দেশে প্রবেশ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ভারতে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে তারা কোনো উপায়ন্ত না পেয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসছে।

বাংলাদেশের ঝিনাইদহের মহেশপুর ৫৮-বিজিবির তথ্যমতে, গত তিন মাসে অন্তত ৮১৭ অনুপ্রবেশকারী নারী-পুরুষকে আটক করেছে তারা। আইনের বাধ্য বাধকতা থাকায় আটকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। পুলিশ তার পর আদালত এবং সবশেষ তারা চলে যাচ্ছে কারাগারে। এতে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

বিজিবির পরিচালক কামরুল হাসান জানান, অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিজিবির নিয়মিত টহল অব্যাহত রয়েছে। টহল দলের হাতে প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক নারী পুরষ আটকও হয়েছে। তবে এ অঞ্চলে সীমান্ত কিছুটা অরক্ষিত থাকায় সুযোগ পাচ্ছে অনুপ্রবেশকারীরা। বিজিবি তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করছে।

এসব অরক্ষিত সীমান্ত পথ ব্যবহার করে চুয়াডাঙ্গায় আসছে মানুষ। তেমনই দুই জন ভারতফেরত বাংলাদেশি নাগরিক জানান, বিভিন্ন কাজের সূত্রে ভারতে অবস্থান করেন তারা। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে করোনা পরিস্থিতির কারণে সে দেশে অবস্থান করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই দেশে ফিরে এসেছেন। দেশে ফেরার প্রক্রিয়া করে দেন দু দেশের দালাল। প্রথমে ভারতীয় দালাল টাকার বিনিময়ে সীমান্ত এলাকা দিয়ে দেশ পার করে দেয়। পরে দেশে ঢুকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয় তারা। এমন অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষকরা।

এদিকে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করার দায়িত্ব শুধু স্বাস্থ্য বিভাগের একক দায়িত্ব নয়। তাই সমন্বিত উদ্যোগে সীমান্তে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। না হলে পরিস্থিতি বদলাতে সময় লাগবে না।

দিলীপ ঘোষের উদ্যোগে শুরু 'অক্সিজেন অন হুইলস' পরিষেবা, প্রতিদিন ৫০০ জনের খাবারের ব্যবস্থা

মেদিনীপুর, ২৩ মে (হি. স.) : মেদিনীপুরের সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের উদ্যোগে শুরু হল 'অক্সিজেন অন হুইলস' পরিষেবা। এর মাধ্যমের মেদিনীপুর শহরের করোনা আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে অক্সিজেন পরিষেবা। একই সঙ্গে প্রতিদিন ৫০০ জনের খাবারের ব্যবস্থা করলেন দিলীপ ঘোষ ।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা বিজেপি সাংসদের এই উদ্যোগে মেদিনীপুর বিধানসভা এলাকায় রবিবার থেকেই শুরু হল 'অক্সিজেন অন হুইলস' পরিষেবা। যে সমস্ত কোভিড আক্রান্ত মানুষের অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে তাঁরা টোল ফ্রি নম্বারে ফোন করলে বাড়িতেই পৌঁছে যাবে সিলিন্ডার, এমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদ দিলীপ ঘোষের প্রতিনিধি পারিজাত চক্রবর্তী। পাশাপাশি জন আহার সেবা নামে এই উদ্যোগে খাবার বিতরণ করা হচ্ছে মেদিনীপুর কেন্দ্রের মানুষকে। ৫০০ জনের আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে সাংসদের উদ্যোগে। এদিন দিলীপ ঘোষ তাঁর টুইটার হ্যান্ডেল থেকেও সেই ছবি শেয়ার করেছেন। এর আগে অবশ্য রাজ্যে অক্সিজেন চাহিদা নিয়ে রাজ্যের শাসক দলকে আক্রমণ শানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তিনি তোপ দেগেছিলেন বিজেপির অক্সিজেনসরবরাহ কম নেই। তৃণমূলের কম হওয়াতেই সমস্যা। করোনা পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে অক্সিজেনের অভাবের কথা বলেছেন। সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

এবার তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে আবেদন সরলা মুর্মুর

মালদা, ২৩ মে (হি. স.) : এবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে আবেদন জানালেন সরলা মুর্মু। বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন মালদা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি সরলা মুর্মু। তৃণমূলের টিকিট পেয়েও তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন সরলা। কারণ পছন্দের আসন না পেয়ে দলে থাকতে চাননি সরলা। তবে সেই সরলার মুখে এখন মমতার উন্নয়নের ফিরিস্তি।

বিজেপিতে যোগ দিয়ে সরলা অভিযোগ করেছিলেন, "তৃণমূল থেকে শুধু পোস্ট দেওয়া হয় কোনও কাজ করতে দেওয়া হয় না। বিজেপি থেকে আমরা কিছুই চাইছি না। শুধু কাজ করতে চাই। নিঃস্বার্থভাবেই দলে যোগ দিয়েছি।" মালদায় তৃণমূল কর্মীরা প্রতিবাদে সরলা মুর্মুর প্রতীকী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও করেন। রবিবার পুরোনো দলে ফিরতে চেয়ে সরলা মুর্মু বলেন, "বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। ভুল শুধরে নিতে চাই। বিজেপি-তে যাওয়াটা আমার ভুল হয়েছে।" সরলা আরও বলেন, "এতদিন তৃণমূলটাই করে এসেছি। এলাকায় নেতৃত্ব দিতাম। একাধিক পদেও ছিলাম। বিজেপিতে যোগ দেওয়াটা আমার ভুল হয়েছিল। যাঁরা রাগ, অভিমান করে দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাঁদের দলে ফেরার জন্য দিদি ইতিমধ্যে একটা বার্তা দিয়েছেন। দিদির ডাকে সাড়া দিয়ে আমি পুরানো দলে ফেরার আবেদন জানাচ্ছি। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হলে আমি তাতে তৃণমূলের হয়েই অংশ নেব।"

তবে জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মৌসম নূর বিষয়টি তৃণমূল সুপ্রিমোর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এব্যাপারে তাঁর কিছুই বলার নেই। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেবেন । এদিকে, এব্যাপারে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, বিজেপি বড় দল। অনেকেই যোগ দেন দলে। এখন ওঁরা কেন যোগ দিয়েছিলেন, কেনই বা চলে যাচ্ছেন, তা ওঁরাই বলতে পারবেন। উল্লেখ্য, শনিবারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে খোলা চিঠি লেখেন সোনালি গুহ। শনিবার টুইটে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন প্রাক্তন এই বিধায়ক।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় দলীয় নেতা-কর্মীদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.) : করোনার প্রকোপের মধ্যে এবার রাজ্যে আছড়ে পড়তে চলেছে ঘূর্ণিঝড় যশ। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে দলীয় নেতা, কর্মীদের নির্দেশ দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি জানান, দুই মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগনায় বেশি ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তাই বেশি করে ওই এলাকার দলের সব স্তরের নেতাদের সতর্ক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'আমফানের সময়ে আমাদের ত্রাণ বিলিতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। এবার যেন তেমন পরিস্থিতি তৈরি না করা হয়।'

আবহাওয়া দফতরের আশঙ্কা, যশ আছড়ে পড়লে গোটা রাজ্যেই প্রভাব পড়তে পারে। দুই ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরের পাশাপাশি কলকাতা---সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাতেই ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দলের নেতা, কর্মীদের ত্রাণকার্যে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দেন। এবিষয়ে রবিবার তিনি বলেন, 'কার্যকর্তাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ভোট পরবর্তী হিংসার জন্য জেলায় জেলায় আমাদের ত্রাণ শিবির চলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে হলে কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পাশেও সবাইকে থাকতে বলা হয়েছে।' তবে এই কাজ করতে গিয়ে 'রাজনৈতিক বাধা' আসতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন দিলীপ ঘোষ। এই বিষয়ে দিলীপ বলেন, 'আমি চাই রাজ্য প্রশাসন যেন করোনা এবং ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত মানুষের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক রং না দেখে। সকলে যেন সমান পরিষেবা পায় এবং সকলে যেন সেবার কাজ করতে পারেন।'

—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

অক্সিজেন হাব তৈরি করে মানুষের পাশে বেলেঘাটা ৩৩ নম্বর পুজো কমিটি

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় নতুন উদ্যোগ নিয়েছে বেলেঘাটা ৩৩ নম্বর পুজো কমিটি। দুয়ারে দশভুজা দুর্গোৎসব অক্সিজেন হাব তৈরি করে করোনা মোকাবিলায় মানুষের পাশে থাকার উদ্যোগ নিয়েছেন তারা। স্থানীয় বিধায়ক ও ক্লাবের উপদেষ্টা পরেশ পালের সাহায্যে রবিবার থেকেই শুরু হয়েছে অক্সিজেন হাবের কাজ। এর সঙ্গেই চলছে সচেতনতা বৃদ্ধি। প্রথম পর্যায়ে দুটি বেড, অক্সিজেন ও ওষুধ রাখা হয়েছে। এছাড়াও অ্যাম্বুলেন্স ও অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা তো রয়েইছে। অন্যদিকে, ত্রিধারা সম্মিলনী ও দেশপ্রিয় পার্ক দুর্গা উৎসব কমিটির উদ্যোগে ৮৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৈরি হলো সেফ হোম। ৩০ টি বেডের সেফ হোমে থাকবে সবরকম মেডিক্যাল সাপোর্ট। সেফ হোমের সহায়তা করবে স্বাস্থ্য দফতর। এছাড়া কথা বলা হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে। রবিবার সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেবাশীষ কুমার ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

চোখ সুন্দর ও আকর্ষণীয় দুই হবে, পড়ুন টিপসগুলি

চোখ প্রত্যেকটি মানুষের মনের আয়না। কারুর চোখ দেখেই বলে ফেলা যায় সে সুস্থ আছে কিনা। চোখ ছাড়া কার্যতই দেখতে গেলে আমরা অচল। তাই এই চোখ দুটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় রাখার বেশ দরকার আছে আমাদের কাছে।

তবে আজকালকার এই দৌড়ঝাঁপের জীবনে নিজের যত্ন নেওয়ার সময় অনেকেই পাই না আমরা। সেক্ষেত্রে চোখের তলায় কালি, চোখের নিচ ফুলে যাওয়া এই সমস্যাগুলি লেগেই থাকে। চোখ দেখলেই ক্লান্তির ছাপ ফুটে ওঠে তার মাধ্যমে। এর ফলে এবার থেকে চোখের প্রতিও সজাগ হন। খুব সাধারণ কিছু কাজ দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলুন যাতে করে চোখ থাকবে সুন্দর। চোখের সঠিক পরিচর্যা, ব্যায়াম ও কিছু খাবারের সাহায্যে তা সহজেই করা সম্ভব।

১. প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে ভাল করে চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে নেবেন। এরপর নরম কাপড় বা ভেজা কাপড় দিয়ে বাড়তি জল মুছে ফেলতে হবে। এই গরমের সময়ে দিনে অন্তত ৬ থেকে ৭ বার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে পারেন। এছাড়াও কাজ করতে করতে চোখ জ্বালা করলেও এটাই করবেন, অনেকটা লাভ পাবেন। আরো পোস্ট- গরমে ঠান্ডা কুল কুল "কাস্টার্ড"

২. খারাপ গুণের প্রসাধনী সামগ্রী চোখে লাগাবেন না। চোখের ত্বক খুব স্পর্শকাতর। তাই তার অবহেলা কোনোভাবেই চলবে না। চোখের মেকআপের আগেও চোখকে সুরক্ষা দেয় মন কিছু লাগিয়ে নেবেন।

৩. অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত জাগা এড়িয়ে চলতে পারলে খুব ভালো। রাতে ৮ ঘন্টা ঘুম খুব দরকার। বিছানায় শুয়ে বই পড়া এবং কম আলোয় পড়াশোনা একদম করবেন না। সরাসরি আলোয় না পড়ে পাশ থেকে বা উপর থেকে এসে পড়া আলোয় পড়াশোনা করলে চোখে আলোর চাপ লাগে না।

৪. চোখের নিচের অংশের ফোলাভাব কমাতে এবং চোখের ক্লান্তি দূর করতে আলু থেঁতো করে সেই রস পাত্রে ঢেলে তুলোয় করে তা ভিজিয়ে নিয়ে চোখের নিচের অংশে ব্যবহার করুন আবার খুব কাজ করে চোখ জ্বালা করলে চোখ সতেজ ও ভাল রাখতে কিন্তুদুটি চোখের উপর শশার চাকতি গোল করে কেটে নিয়ে চোখ বন্ধ করে চোখের উপর কিছুক্ষণ ধরে রাখুন। এগুলি যে সময়ে আপনি ফাঁকা থাকবেন তখন করতে পারেন।

বাড়িতেই দূর করে ফেলুন সান ট্যান

আবহবিদদের মতে এই বছর রেকর্ড গরম পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এখনও চৈত্র চলছে, কিন্তু সূর্যের তাপে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের অনুভূতি। কর্মক্ষেত্রে বা বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের বাইরে বেরোতে হয়। পরিণাম সান ট্যান। মুখে বা শরীরের অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কালচে দাগ দেখতে কার ভালো লাগে? তাই এসব হটাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আজ রইল এমন কিছু উপায় যা খুব সহজেই ত্বকের ট্যান করতে সাহায্য করবে।

গাজর: গাজর ট্যান দূর করতে উপকারী। ট্যান পড়া অংশে গাজর পেস্ট করে মিনিট ১৫ ২০ লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে যেমন ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়বে তেমনই দূর হবে ট্যান।

অ্যালোভেরা: অ্যালোভেরা ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা হয়। ব্রণ, ফুসকুড়ি বা ত্বককে মসৃণ রাখতে অ্যালোভেরা কাজে লাগে। ট্যান তুলতেও আপনারা এটি ব্যবহার করতে পারেন। অ্যালোভেরা জেল বের করে নিয়ে যে অংশে ট্যান পড়েছে সেখানে লাগান। ৩০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

লেবু: ত্বকের কালো দাগ দূর করতে পাতিলেবু সাহায্য করে। একটি লেবু কেটে রস বের করে নিন। এবার তুলো দিয়ে সেই রস ট্যান পড়া অংশে লাগান। ১০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। লেবু মেখে সরাসরি সূর্যালোকে বেরোবেন না।

পেঁয়াজ: চুলের বৃদ্ধিতে অনেকেই পেঁয়াজের রস ব্যবহার করে থাকেন। ট্যান দূর করতেও ব্যবহার করুন পেঁয়াজ। ট্যান পড়ে যাওয়া অংশে এক টুকরো পেঁয়াজ ৫ মিনিট ধরে ঘষে নিন। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

পাকা পেঁপে: পেঁপের শারীরিক গুনাগুন অনেক। পেঁপে খেলে ভালো থাকে লিভার, হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। পেঁপেতে উপস্থিত পেপটিন প্রধান উপকারী পদার্থ। পাকা পেঁপে দিয়ে সহজেই ট্যান তোলা যায়। এক টুকরো পাকা পেঁপে কালো জায়গায় ভালো করে ঘষুন। ৩০ মিনিট রেখে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। দ্রুত দূর হবে ট্যান।

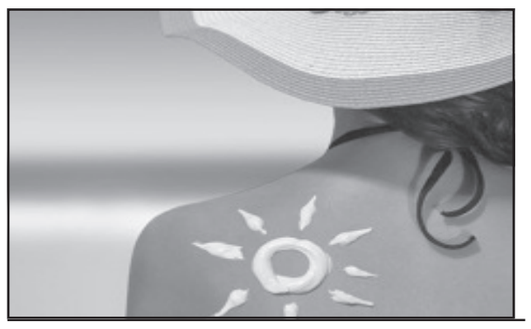

ব্লু লাইটে' ত্বকের ক্ষতি, এগুলো মেনে চলবেন

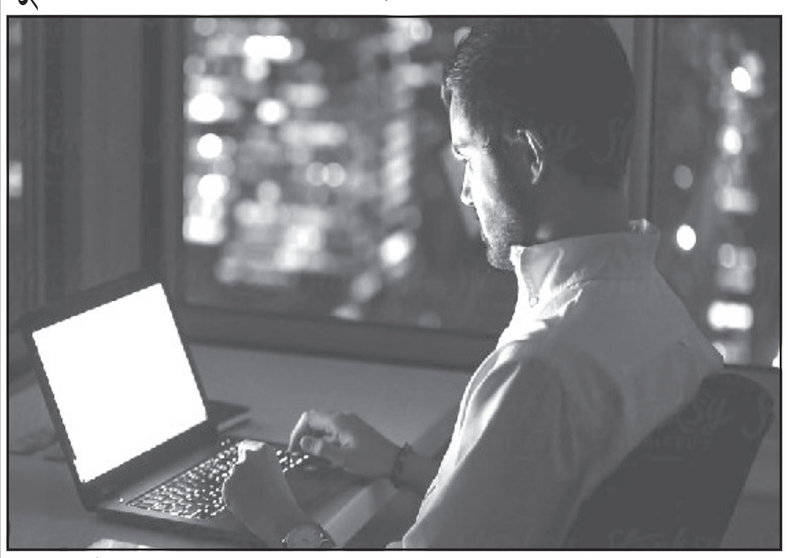

এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোমের কারণে আমাদের অনেকেরই কাজের সময় বেড়ে গেছে। অনেকের কাজের শিফট পাল্টে গেছে। বাড়ির কাজ সামলে কাজ করতে গিয়ে অনেকেরই সময়ে কাজ শেষ হচ্ছে না। এর ফলে আমাদের চোখের যে ক্ষতি হচ্ছে তা আমরা অনেকেই বুঝতে পারছি না।

জেনে অবাক হবেন যে মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ থেকে নিঃসৃত হালকা নীল আলো আপনার চোখের সঙ্গে ত্বকের ক্ষতি করে আর সেই কারণে অকালে বুড়িয়ে যাওয়া, পিগমেন্টেশনের মতো সমস্যা এসে হাজির হয় অকালেই। এমন নীল আলোর ফলে আমাদের মাথা ধরার মতো সমস্যাও হয় যার ফলে মেজাজ খিটখিটে হতে থাকে। মানুষ আপনাকে ভুল বুঝলেও আপনি আসল সমস্যাটি নিজেই বুঝতে পারবেন না। এই কারণেই এই বিশেষ লেখা। তবে জীবনধারার ক্ষেত্রে কিছু সহজ বিষয় মেনে চললে আপনি নিজেই এই ক্ষতির হাত থেকে দূরে থাকতে পারেন।

১. মুখ ধোয়া: কম্পিউটারের সামনে অনেকক্ষণ কাজ করলে সেখান থেকে উঠে কিছু সময় পর পর মুখ ধোয়ার চেষ্টা করবেন। তা না হলে যদি দীর্ঘ সময় ধরে আপনি স্ক্রিনের সামনে বসেন তাহলে রেডিক্যালের কণাগুলো মুখে আটকে যায়। শরীর থেকে কমপক্ষে ১৮ ইঞ্চি দূরে স্ক্রিন থেকে থাকা উচিত।

২. জল পান: দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসলে ত্বক ধীরে ধীরে শুষ্ক হয়ে যায়। এই কারণের জন্য কিছুক্ষণ পরপর জল পান করার চেষ্টা করুন। আরো পোস্ট- কবর থেকে চুরি চ্যাপলিনের দেহ!

৩. অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার: যারা ডায়েট করেন বা করেন না তাদেরও প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে। টমেটো, অ্যাভোকাডো রাখুন এই খাবারের মধ্যে প্রতিদিন। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বক বুড়িয়ে যাওয়া থেকেও রক্ষা করে।

৪. এসপিএফ সমৃদ্ধ ক্রিম: আমরা সাধারণত বাইরে সূর্যের আলোতে গেলে সানস্ক্রিন মুখে ব্যবহার করে থাকি। তবে মোবাইল, কম্পিউটারে বসে দীর্ঘক্ষণ কাজ করলে সেক্ষেত্রে নিজের সুরক্ষার জন্যে ওই যন্ত্রগুলি থেকে নিঃসৃত নীল আলো প্রতিরোধে আপনাকে বাড়িতেও সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। কারণ এই যন্ত্রগুলিও সমানভাবে ত্বকের ক্ষতি করে।

অকালে ঝরছে চুল ! এগুলি খান, নিশ্চিন্তে থাকুন

আজকাল আমরা এতো বেশি বাইরে বেরোই বা দূষণের মুখে পড়ি যে তার ফল ভুগতে হয় আমাদের চুলকে। আবার তার পাশাপাশি রয়েছে মানসিক চাপ। এর ফলে আস্তে আস্তে চুলের সামনের অংশে পড়ে যাচ্ছে টাক। তবে এবার আর সেই টেনশন নিয়ে ভুগতে হবে না। আসলে বংশগত কারণ, অসুখ, ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ অথবা আমাদের লাইফস্টাইলের জন্যেও অনেক সময়েই কম বয়সে চুল পড়তে শুরু করে আমাদের। কিন্তু নিজেদের একটু শুধরে নিতে পারলেই সমস্যার সমাধান করা যাবে এটা কি জানেন? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, কয়েকটি সহজলভ্য খাবার খেলেই আমরা বাড়িতে বসেই টাকা খরচ না করেও চুল পড়া আটকাতে পারি। রইলো সেই তালিকা।

১. কাঠবাদাম নিয়মিতভাবে খেলে আমাদের দেহের পুষ্টি হবে ও এতে রয়েছে বায়োটিন ও ম্যাগনেসিয়াম। এই উপাদানগুলির জন্যে নিয়মিত কাঠবাদাম খেলে চুল ঘন হয় ও ঝরে পড়ার সমস্যাও অনেকটা সমাধান হতে পারে। সকালে খালি পেটে জলে ভিজিয়ে রাখা দুটো বা তিনটে কাঠবাদাম রোজ খাবেন।

২. আর একটি ভালো ড্রাই ফ্রুট হলো আখরোট। এতে রয়েছে ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন বি- সেভেন নামক কিছু পুষ্টিকর উপাদান যা আমাদের চুল পড়া কমায়, চুলের ফলিকর বা গোড়া মজবুত করে ও এর পাশাপাশি আবার নতুন চুল গজাতে পারে দ্রুত।

৩. ডিম ও দুগ্ধজাত খাবারে বায়োটিন (ভিটামিন বি সেভেন) নামক এক উপাদান মজুদ রয়েছে যা চুলের বৃদ্ধির জন্য বেশ কার্যকরী। বিশেষ করে যাঁদের মাথায় টাক পড়া শুরু হয়েছে, তাঁরা খাবারের তালিকায় এখন থেকেই রোজ ডায়েটের অঙ্গ হিসেবে ডিমের সঙ্গে দুধ, দই, পনিরও রাখুন ভাগ করে করে। এই সমস্ত খাবারে প্রোটিন, ভিটামিন বি-টুয়েল, আয়রন, জিঙ্ক ও ওমেগা-সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড অনেক পরিমাণে আছে যা চুল পড়া আটকায় ও অযথা মাথায় টাক পড়তে দেয় না।

৪. ওটস-এ আছে অনেকটা পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার, জিংক, ওমেগা-সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড, পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন-বি যা একসঙ্গে টাক পড়ার বিরুদ্ধে লড়তে পারে। এতে চুল পড়া অনেক কমে।

হাতের চামড়ায় ভাঁজ? রয়েছে সহজ সমাধান

সাধারণ কিছু পন্থা অবলম্বনে ত্বকে ভাঁজ পড়া প্রতিরোধ করা না গেলেও কমানো যায়। মুখের মতো হাতের ত্বকও সৌন্দর্য প্রকাশে অবদান রাখে। বলিরেখা ও শুষ্কভাব হাতের সৌন্দর্য নষ্ট করে। তাছাড়া বয়সের কারণেও ত্বকে দেখা দেয় ভাঁজ। এই সমস্যা কমিয়ে রাখা যায় সাধারণ কিছু পন্থায়। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে হাতের ত্বক সুন্দর রাখার উপায় সম্পর্কে জানান হল। পর্যাপ্ত পানি পান: পানি পরম বন্ধু! পানি শূন্যতা ত্বককে শুষ্ক করে ফেলে ও হাতে বলিরেখা ফুটে ওঠে। তাই নিজেকে আর্দ্র রাখতে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। সানব্লক: অনেকেই কেবল মুখে সানব্লক ব্যবহার করেন। মনে রাখতে হবে মুখের মতো শরীরের অন্যান্য অংশ যা রোদে উন্মুক্ত থাকে তাতেও সানব্লক ব্যবহার করা দরকার। সাধারণত, মুখের মতো হাতও রোদে উন্মুক্ত থাকে। তাই বাইরে যাওয়ার ২০ মিনিট আগে এসপিএফ ৩০ সমৃদ্ধ সানব্লক ব্যবহার করা উচিত। আর প্রতি দুতিন ঘণ্টা পর পর তা পুনরায় ব্যবহার করতে হবে। সানব্লক ব্যবহারে অনেকের ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে 'ম্যাট ফিনিশিং' দেয় এমন সানব্লক বেছে নিতে হবে। অথবা সানব্লক ব্যবহারে পরে ত্বকে পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে, যেন তৈলাক্তভাব শুষে নেয়। মনে রাখা দরকার, আকাশ রোদেলা বা মেঘলা যেমনই থাকুক না কেনো সানব্লক ব্যবহার বাদ দেওয়া যাবে না।

হাতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার: ত্বক ভালো রাখতে ময়েশ্চারাইজারের বিকল্প নেই। অনেকেই মনে করেন তৈলাক্ত ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তৈলাক্ত ত্বকে মৃদু ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরী। মিশ্র ত্বকে খুব বেশি শুষ্ক অংশে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

রাতে সঠিক পরিচর্যা: রাতে মুখের ত্বক যত্ন নেওয়া হলেও অনেকেই হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ান বিষয়টাকে অবহেলা করেন। রাতে 'হ্যান্ড ক্রিম' বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করা উপকারী। এটা সারা রাত ত্বকে থেকে শোষিত হয় ও আর্দ্রতা ধরে রাখে। হাতের ক্রিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্লাইকোল অ্যাসিড বা হ্যালোরনিক অ্যাসিড আছে কিনা দেখে বেছে নিতে পারেন। স্যানিটাইজারের বদলে হাত ধোয়া: হাত পরিষ্কার রাখতে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা সহজ উপায়। তবে এটা হাত শুষ্ক করে ফেলে। তাই যদি সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটাই ব্যবহার করতে হবে। স্যানিটাইজার আর্দ্রতা কেড়ে নিয়ে হাতকে শুষ্ক করে ফেলে।

বাইক, সাইকেল চালিয়ে সানট্যান চিন্তা নেই, রইলো টিপস

জীবিকার জন্য কিংবা বিভিন্ন কাজে ছেলেদের তো রোজই বাড়ি থেকে বেরোতে হচ্ছে। তাই বলে তারা নিজেদের ত্বক নিয়ে একটু চিন্তিত হলেই ওতো ট্রোল বা হাসাহাসি করা হয় কেন? ভালো থাকাটা সুন্দর দেখানোটা আমাদের কনফিডেন্স যোগায়। তাই সেখানে কোনো লিঙ্গগত বৈষম্য আসতে পারে না। সারাদিন রোদে ঘোরাফেরা করে দিনশেষে বাড়ি এসে তারা যখন ত্বকে ট্যান দেখে তখন তারাও ভয় পেয়ে যায়।

মেয়েদের জন্যে সানট্যান মুক্ত করার অনেক উপায় থাকলেও খুব কম আলোচনা করা হয় সেই ছেলেদের সমস্যাকে নিয়ে। তবে বুঝতে হবে যেসব মেয়েরা ফিল্ড ওয়ার্ক করে আর যেসব ছেলেরা রোজ বাইক, সাইকেল নিয়ে কাজে বেরোয় তাদের উভয়ের জন্যেই এটা বেশ কমন প্রবলেম।

কড়া রোদ, পলিউশন আমাদের স্কিনকে দ্রুত ড্যামেজ করে দিতে পারে। কালচে ত্বক, অল্প বয়সে স্কিনে বয়সের ছাপ চলে আসা, মলিন ও ড্রাই ত্বক এগুলো সবই কিন্তু সান ড্যামেজের জন্য হচ্ছে এটা অনেকেই জানেন না। এবার রইলো শুধু ছেলেদের জন্যে সেই সমস্যার সমাধান।

আরো পোস্ট- পয়লা বৈশাখে লং লাস্টিং মেকআপ আর সুরক্ষিত স্কিনের হ্যাকস

১. ছেলে হোক বা মেয়ে সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করতেই হবে কাজে বেরোনোর আগে। মুখে, গলায়, হাতে অর্থাৎ রোদে এক্সপোসড হয় যেই অংশটুকু, সেখানে খুব ভালোভাবে সানস্ক্রিন মেখে নেবেন অন্তত ১৫ মিনিট আগে। অন্তত এসপিএফ ৫০ আছে, এমন সানকেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। সঙ্গে হ্যান্ড শকস কিনে নেবেন যাতে হাতের খোলা অংশটুকু রোদে উন্মুক্ত না থাকে।

২. যতই ক্লান্ত থাকুন না কেন বাড়ি ফিরে ক্লিনজিং করতে আবার ভুলে যাবেন না। সারাদিনের শেষে ত্বক ভালো করে পরিষ্কার না করলে ধুলো-ময়লা, ঘাম জমে ত্বকের রোমকূপগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এতে আবার স্কিনে কালচে ছোপ, খসখসে ভাব, ব্রণ বা ফুসকুড়ি ইত্যাদি সমস্যা আসতেই পারে যখন তখন। দুবেলা সনের সময়ে রিফ্রেশিং ফিল দেয়, এমন সোপ বা শাওয়ার জেল ব্যবহার করলে মন ভালো থাকবে ও দুর্গন্ধ হবে না। ধুলোময়লা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে বডি স্ক্রাব সপ্তাহে দুদিন লাগাবেন।

নীল ছবি থেকে শিক্ষা নিয়ে করোনাকে রুখতে পারে হলিউড

সারা বিশ্ব করোনার থাবায় স্তব্ধ। একই অবস্থা বিনোদন জগতেরও। বন্ধ ক্যামেরা, লাইট অফ, সাউন্ড নিঃশব্দ। হলিউড যেন তেন প্রকারেণ চাইছে করোনা সময়কালের মধ্যেও সিনেমা ও টিভি শো শুরু করতে। তবে হলিউডের একটি ক্ষেত্র এই মুহূর্তে করোনা মোকাবিলায় অন্যদের থেকে এগিয়ে। ১৯৯০ সালে এইচ আই ভি বা এইডস-এর সময় লস অ্যাঞ্জেলসে নীল ছবির ইন্ডাস্ট্রি তাঁদের অভিনেতাদের এর থেকে বাঁচাতে নিজস্ব পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং ডাটাবেস নিয়ে এসেছিল। করোনা মহামারির মধ্যে সেই সিস্টেমকেই এখনও ব্যবহার করছে নীলছবির ইন্ডাস্ট্রি। ফলে অ্যাডল্টদের জন্য তাঁদের বিনোদন তৈরি হয়ে চলেছে। মাইক স্ট্যাবিল নামে ফ্রি স্পিচ কোয়ালিশনের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, "যখন আমরা প্রথম কোভিড ১৯-এর কথা বলা শুরু করলাম, তখন থেকেই আমরা প্রস্তুত ছিলাম। কারণ আমাদের শিল্পে অতীতেও টেস্টিং-এর ইতিহাস রয়েছে, যখন সবকিছু বন্ধ ছিল।

পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, "এটা একেবারে অন্য একটা ভাইরাস। এটার হামলার ধরণও ভিন্ন। তবে সাধারন ভাবে এর থেকে কী কী উপায়ে বাচা যায়, বাঁচতে কী কী করা দরকার, তা সাধারণ ভাবে বুঝতে পেরেছিলাম।" ১৯৯০ এর দশকের শেষদিকে একজন নীলছবির অভিনেতা এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার পরে ও সহ অভিনেতাদের অনেকের মধ্যে সেই রোগ ছড়িয়ে দেওয়ার পণ্ডঅরে নীলছবির দুনিয়ায় এই প্রোটোকল বানানো হয়।

নীল ছবির তারকা শ্যারন মিচেল, যিনি বর্তমানে চিকিতক, তিনি একটি সিস্টেম তৈরি করেছেন যা পাস নামে পরিচিত। যেখানে নীল ছবির অভিনেতাদের প্রতি ১৪ দিন অন্তর পরীক্ষা করা হয় ও সেই পরীক্ষার রেজাল্ট একটি ডেটাবেসে তুলে নেওয়া হয়। সেই ডেটাবেসই পরে ছবি নির্মাতা ও রিচালকদের জানিয়ে দেয় কোন অভিনেতারা কাজের জন্য তৈরি। স্ট্যাবিল বলেছেন, করোনাভাইরাস খুব সহজে ছড়িয়ে পড়ে। এটা আরও অনেক বেশি জটিল সমস্যা। তিনি বলেছেন, নীল ছবি, হলিউড, খেলাধুলা এসবের কাছেই এই চ্যালেঞ্জ একেক ধরনের। তবে বাস্তবে আমাদের প্রত্যেকের কাছে একে অপরের কাছ থেকে শিখে নিতে পারার মত কিছু রয়েছে।" হলিউড মুভি স্টুডিওগুলি, টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলি এবং অভিনেতা, অভিনেত্রী থেকে মেকআপ শিল্পী, ক্যামেরা ক্রু সকলেই ভেবে চলেছেন সব দিক রক্ষা করে কীভাবে আবার কাজ শুরু করা যায়।

আগামীকাল থেকেই বাংলাদেশে চলবে দূরপাল্লার বাস-ট্রেন-লঞ্চ

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২৩ মে (হি.স): বাংলাদেশে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় আরেক দফা বিধিনিষেধের মেয়াদ বাড়লেও আগামীকাল সোমবার থেকেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে দূরপাল্লার বাস। একই সঙ্গে অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলবে লঞ্চ ও ট্রেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে করোনা সংক্রমণ রোধে চলমান বিধিনিষেধের মেয়াদ বাড়ানোর প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিধিনিষেধ আরও ৭ দিন অর্থাৎ ২৪ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত আরেক দফা বাড়িয়ে আজ(২৩ মে) রবিবার বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে এও বলা হয়, আন্তঃ জেলাসহ সব ধরনের গণপরিবহন আসন সংখ্যার অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে পারবে। তবে অবশ্যই যাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে মাস্ক পরিধানসহ সকল স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে চলতি বছর প্রথমে ৫ এপ্রিল থেকে সাত দিনের জন্য গণপরিবহন চলাচলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করেছিল। পরে তা আরও দুদিন বাড়ানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় ১৪ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত আরও কঠোর বিধিনিষেধ দিয়ে 'সর্বাত্মক লকডাউন' শুরু হয়। পরে তা কয়েক দফা বাড়িয়ে ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়। গণপরিবহন চলাচলে ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিল করে যা আবার ৩০ মে পর্যন্ত বাড়ান হল।

মূল্যবোধের রাজনীতি কি সত্যিই সোনার পাথরবাটি?

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.) : প্রায় একই সঙ্গে শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং সোনালি গুহর কার্যাবলী যেন এক ধাক্কায় অনেকটাই নামিয়ে দিল রাজনীতির মান। গোটা দেশে অনেক ক্ষেত্রের মত রাজনীতির মানও দ্রুত নামছে। শোভন-সোনালি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আদর্শচ্যুতি কোন পর্যায়ে যেতে পারে। ফের প্রশ্ন উঠছে মূল্যবোধের রাজনীতি কি সত্যিই সোনার পাথরবাটি?

সামাজিক মাধ্যমে সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "সারাদিন মিডিয়াকে অনেক খবরের ব্যবস্থা করে শোভন অবশেষে বাড়ি ফিরলেন। টিভি নাইন দেখাচ্ছিল মদন মিত্র মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে উডবার্ন ওয়ার্ডের সুব্রত মুখার্জির ১০২ নম্বর ঘর থেকে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে নিজের জন্য বরাদ্দ ১০৩ নম্বর কেবিনে ঢুকলেন। বৈশাখি শোভনকে নিয়ে ১০৬ নম্বর কেবিনে ঢুকলেন দুলকি চালে। ক্যামেরায় ধরা পড়া এমন মুখরোচক সব দৃশ্য নিয়ে বাঙালি ব্যস্ত থাকল সারাটা দিন। তার মধ্যে বৈশাখি মিডিয়ার সামনে বললেন - শোভনবাবু তিন বেলা খাননি। তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখা হয়েছে। ইঙ্গিতটা রাজ্য সরকারের দিকে ছিল। এমনটা বোঝানোর চেষ্টা ছিল বেহালায় ফিরলে শোভনকে ছাড়া হত, গোল পার্কে ফিরতে চাইছেন বলে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে।

ব্যাস, দুম করে কুণাল ঘোষ আগ বাড়িয়ে নেমে পড়লেন ব্যাট করতে। ক্যামেরার সামনে বসে গেলেন জবাব দিতে। কানে গেল শোভনের। ১০৬ নম্বর ঘর থেকে সটান বেরিয়ে পড়ে পরপর ৬ মারা শুরু করলেন। বারান্দার কাঁচ সরিয়ে নীচে দাঁড়ানো হা পিত্যেশ করা সাংবাদিকদের স্কুপ দিতে শুরু করলেন আধো আধো আদিখ্যেতায়।

যা বললেন তার সারাংশ - টেন পাশ সাংবাদিক কুণাল একটা হনুমান, নিজের মুখ পুড়িয়ে ডা: বৈশাখীর সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছে। মুখপাত্র, ওটা একটা আপদ। সারাদিন টান টান এই মেলোড্রামা দেখল ঘরবন্দী লক্ষ লক্ষ বাঙালি। না দেখে উপায় কি ! আর ওদিকে নব ঘোরালেই সোনালী। মানে সোনালী গুহ। তিনিও ঘরে ফিরতে চাইছেন। তবে শোভনের মত বৈশাখীর ঘরে নয়। তৃণমূলের ঘরে।

ঠিক সেই দিনে এসব শুনছে ও দেখছে বাঙালি যেদিন শুধু করোনায় বাংলায় মারা গেলেন ১৫৩ জন সহ নাগরিক।

সন্ময় লিখেছেন আরও কথা। পোস্ট করার পর প্রথম ৯ ঘন্টায়, রবিবার সকাল সাড়ে ১১টায় এর ১ হাজার ১০০ লাইক, ১২০ মন্তব্য, ৮৭টি শেয়ার এসেছে। নেটিজেনরা যে সব ভাষা প্রয়োগ করেছেন, মর্যাদাসম্পন্ন অধিকাংশই এর পর রাজনীতি ছেড়ে দিতেন।

বিজেপি থেকে তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে সোনালি গুহর আকুল আবেদন ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে প্রবল ব্যঙ্গ দেখা গিয়েছে। শনিবার টুইটে তৃণমূল নেত্রীর উদ্দেশে সোনালি লেখেন, 'অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে বলছি যে, আমি আবেগপূর্ণ হয়ে চরম অভিমানে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য দলে গিয়েছিলাম যেটা ছিল আমার চরম ভুল সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেখানে আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারিনি। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, তেমন আমিও আপনাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। দিদি আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ক্ষমা না করলে আমি বাঁচব না। আপনার আঁচলের তলে আমাকে টেনে নিন, বাকি জীবনাটা আপনার স্নেহতলে থাকার সুযোগ করে দিন।'

এর পরেই দুপুর থেকে নড়েচড়ে বসেন নেটিজেনরা। নানা মন্তব্যে বিদ্ধ করা হয়েছে সোনালিকে। এই প্রতিবেদক তাঁকে প্রশ্ন করেন, "এত ব্যঙ্গ, এত অপমান গায়ে লাগে না?" জবাবে সোনালি বলেন, "কী করব, যখন দল ছাড়ি তখনও তো অনেকে যা নয় তাই বলেছিল।" তার পরেও আবার দল বদল করছেন? সোনালির উত্তর, বিজেপি নেতারা আমাকে এড়িয়ে চলছিলেন। কোনও কর্মসূচিতে ডাকা হোত না। বিজেপিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলাম না।" তৃণমূল ছাড়ার সময়ে এসব ভাবেন নি? সোনালির জবাব, "বলতে পারেন অভিমান হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ত্যাগ করে ভুল করেছিলাম। ভুল তো মানুষ করেই!" কিন্তু আপনি যেভাবে ফিরে আসার চেষ্টা করছেন, অনেকের কাছেই নক্করজনক লাগছে। রাজনীতি করতেই হবে, কে আপনাকে দিব্যি দিয়েছে? অপমানবোধ বলেও তো একটা জিনিস থাকে? সোনালি জবাবে এই প্রতিবেদককে বলেন, "কী করব তাহলে? সারা জীবন তো রাজনীতিই করে এসেছি। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।" কেন, মানুষের তো কর্মজীবনের একটা শেষ বা অবসর থাকে? রাজনীতি করলে সারা জীবন ধরে করতেই হবে? চাকুরিজীবীরা অনেকে ৩০-৩৫ বছর কাজ করে অবসর নেন। অভ্যস্ত একটা পরিবেশ থেকে নতুন করে জীবন শুরু করেন। তাঁদের তো প্রকাশ্যে এত ব্যঙ্গ সহ্য করতে হয় না? রাজনীতিতে কী এমন আছে যে শাসক দলেই থাকতে হবে? সোনালি বলেন, "কী করব বলুন দাদা"।

রাজনীতি করতে গেলে কি এরকম দু'কান কাটা হতে হয়? এই প্রশ্ন করেছিলাম সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর দীর্ঘদিনের সদস্য, ১৪ বছরের প্রাক্তন বিধায়ক, বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্য সচেতক রবীন দেবের। ৭২ বছরের এই নিষ্কলঙ্ক রাজনীতিকের স্পষ্ট জবাব, "মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে ধিক রাজনীতি! এঁরা আমাদের লজ্জা। এগুলো রাজনীতির বিকৃত রূপ। চার নেতা-বন্দির সমর্থনে যাঁরায়গলা মেলাচ্ছেন, প্রশ্ন করছেন কেন মুকুল-শুভেন্দুকে ধরা হল না? একবারও প্রশ্ন তুলছেন না, কেন সৌগত-কাকলী-অপরূপাদের, অর্থাৎ তৃণমূলের বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হল না। তবে শোভন-সোনালি আখ্যানকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরবেন না। আমরা বামপন্থীরাও রাজনীতি করি। অবশ্যই মূল্যবোধের রাজনীতি। ইতিবাচক রাজনীতি।"

তৃণমূলের এক ব্লক সভাপতি নির্বাচনের দেড় মাস আগে থেকে ফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত এই প্রতিবেদককে বার ছয়েক ফোনে জানিয়েছিলেন, এবার বিজেপি জিতছেই। জেলায় জেলায় ঘুরে তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন। মুকুল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাকা কথা বলে রেখেছেন। যাতে ফল প্রকাশের ঠিক পরেই অনুগামীদের নিয়ে বিজেপি-তে যোগ দিতে পারেন। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, "কেন দল বদল করবেন?" জবাবে বলেন, "অশোকদা। কাজ করতে চাই। শাসক দলে না থাকলে কী করে কাজ করব?" ২ মে ভোটের ফলপ্রকাশের পর তাঁর কন্যার পাঠানো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি-সহ প্রশস্তিসূচক দুটি পোস্ট ঘনিষ্ঠমহলে কিলোদরে শেয়ার করেছেন। ভোটের পর রাতারাতি ওই নেতা ফেসবুকের ডিপিতে তৃণমূলনেত্রীর ছবি সাঁটিয়েছেন। এগুলো কতটা স্বাস্থ্যকর? রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য নিজেকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে লজ্জাকর অবস্থায় ফেলা কতটা যুক্তির? রবীনবাবু বলেন, "সবাই তো এরকম করেন না। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্ব চলে যাওয়ার পর প্রায় অবসরই নিয়েছিলেন। যেনতেন প্রকারেন ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেননি। অতুল্য ঘোষের মত মানুষ শেষ জীবনটা পড়ে থাকতেন বিধান শিশু উদ্যানকে নিয়ে। বামপন্থীদের মধ্যেও এরকম নজীর আছে। গৌরী টমাস একসময় খ্যাতির তুঙ্গে ছিলেন। পরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে বসে যান।"

সুবিধার চেয়ে সম্মানকে প্রাধান্য দিয়ে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন 'কাজের লোক' বলে পরিচিত স্বপন রায়। সিপিএমের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য, কলকাতা পুরসভার বরো কমিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি দায়িত্বে ছিলেন। যাদবপুর কেন্দ্রে ২০১১-র নির্বাচনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হেরে যাওয়ায় দল স্বপনবাবুর ওপর 'ব্যর্থতার দায়' চাপায়। এর পর থেকেই রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেন স্বপনবাবু। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, সন্ন্যাসই বলা যায়। সিপিএমের তরফে আমাকে ফের দলে ফেরানোর চেষ্টা হয়েছিল। '১১-তে শোভন চট্টোপাধ্যায় আমার বাড়িতে এসেছিলেন তৃণমূলে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য। বিজেপি-র তরফেও প্রস্তাব ছিল। কিন্তু আমরা আদর্শের জন্য রাজনীতি করতাম। সুবিধা চাইনি।"

বিধানসভা ভোটের মুখে রাজনীতির মূল স্রোতে জিতেন্দ্র তিওয়ারির টিকে থাকার অক্লান্ত চেষ্টা দেখেও অনেকে অবাক হয়েছিলেন। শোভন-বৈশাখীর মত চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে প্রকাশ্যে না হলেও বিজেপি-তে যাওয়া বেশ ক'জন নেতা-কর্মী ফের তৃণমূলে ফিরে আসার চেষ্টা করছেন। কিসের আকর্ষণ? স্বপনবাবুর উত্তর, "ক্ষমতায় ভেসে থাকা। কেউ বলতে পারেন দাদাগিরি বা দিদিগিরি! আগে যাঁরা এটা করে এসেছেন, সেটা ত্যাগ করা খুব শক্ত। কাজ করার জন্য শাসকদলে থাকতে চাই কথাটা একেবারে ঠিক নয়। আমরা ৪-৫ বন্ধু মিলে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্য সমাজসেবার চেষ্টা করি। কখনও প্রচার করি না। আসলে মনের জোর, ভাবনার প্রসারতা থাকা দরকার।"

দীর্ঘকাল রাজনীতি করার পর এক দশক হল রাজনীতি থেকে বহু দূরে। মনে হয়না চলমান স্রোতে গা ভাসিয়ে হিসেব করে রাজনীতি করলেই বুঝি ভাল হত? স্বপনবাবুর উত্তর, "না। শোভন-সোনালীর মত নিচে নামতে চাইনি কখনও। রাজনীতিতে প্রচুর সমঝোতা করতে হয়। সময় দিতে হয়। আমার ৯৪ বছরের অসুস্থ মা'র জন্য সময় দিতে পারছি। কিছু সমাজসেবার চেষ্টা করি। আর, প্রচুর পড়ি। এখন পড়ছি এরিক হবসবমের 'হাউ টু চেঞ্জ দি ওয়ার্ল'। নিজের মত মাথা উঁচু করে বেঁচে আছি।"

বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার দমদম পার্কে

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.) : বিজেপি কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। ঘর থেকে উদ্ধার হল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই আতঙ্কে পালিয়ে বেড়ান বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ। এই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দমদম পার্ক এলাকায়।

বাবার অসুস্থতার খবর শুনে বাড়ি ফেরাই কাল হল দমদম পার্কের বিজেপি কর্মী প্রসেনজিৎ দাসের ! নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই আতঙ্কে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বিজেপি কর্মী প্রসেনজিৎ দাস। বাবার শারীরিক অসুস্থতার খবর শুনে সম্প্রতি বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। এদিকে তখনও স্থানীয় কয়েকজন দুষ্কৃতী তার উপর চড়াও হয়েছিল বলে অভিযোগ। এরপর থেকেই আরও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। এরপর রবিবার সকালে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ৪০ বছর বয়সী ওই যুবক বিজেপি কর্মী বলেই এলাকায় পরিচিত। বাসিন্দাদের অনুমান, ঘরেই গামছার ফাঁস লাগিয়ে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পরিবারের দাবি, হামলার জেরে আতঙ্কিত হয়েই তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে হামলার অভিযোগ মানতে চাননি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, মাস কয়েক ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই যুবক। স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে এই অবসাদ আরও বাড়তে থাকে। সামগ্রিক অবসাদেই তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

তবে গোটা ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রসেনজিৎকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। বাড়িতে অসুস্থ বাবা রয়েছেন। ছেলের এই পরিণতি মানতে পারছেন না তিনি। গোটা ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও তুঙ্গে উঠেছে।

এবার ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্তের হদিশ মিলল শিলিগুড়িতে

শিলিগুরি, ২৩ মে (হি. স.) : এবার ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্তের হদিশ মিলল রাজ্যের উত্তরঙ্গে। মুখে কালো ছোপ, নাক-চোখ ফুলে গিয়েছে এমনই উপর্সগ নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হলেন শিলিগুড়ির প্রধান নগর এলাকার এক মহিলা। আপাতত হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের রোগীর চিকিতসা চলছে।

জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির প্রধান নগর এলাকার বাড়ি মাঝ-বয়সী ওই মহিলার। ডায়াবেটিসে সমস্যা তো ছিলই, দিন কয়েক করোনা সংক্রমণের কবলে পড়েন তিনি। চিকিতসায় সেরেও উঠেছিলেন। কিন্তু ফের মুখে কালো ছোপ, নাক-চোখ ফুলে যাওয়ার মতো নানা উপসর্গ দেখা দেয়। এরপর ওই মহিলাকে আনা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, আপাতত ইএনটি বিভাগের রোগীর চিকিতসা চলছে। তিনি ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত বলেই মনে করছেন চিকিতসকরা। তবে রিপোর্ট আসেনি এখনও। ওই মহিলাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের চিকিতসকদের নিয়ে তৈরি টিম।

ইতিমধ্যেই মারণ ছত্রাকে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে মারা গিয়েছেন এক মহিলা। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে আবার তিনজন করোনা আক্রান্তের শরীরেও মিলেছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস। এই রোগ প্রতিরোধে নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার। এরই মাঝে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্তের হদিশ মিলল রাজ্যের উত্তরঙ্গেও।

বন্দুকবাজের গুলিতে মৃত তিন, জখম পাঁচ

ওয়াশিংটন, ২৩ মে (হি.স.) : ফের বন্দুকবাজের হামলা মার্কিন মুলুকে। এবার বন্দুকবাজের হামলা তিনজন মারা গেল এবং পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। রবিবার ঘটনাটি ঘটে ইয়ংসটাউনের ওহিওতে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, বন্দুকবাজের হামলায় তিনজন মারা গিয়েছে এবং পাঁচজন আহত হয়েছেন। খবর পাওয়া মাত্রই স্থানীয় পুলিশ এলাকা ঘিরে ফেলে। গুলিবিদ্ধদের পুলিশ উদ্ধার করে স্থানীয় সেন্ট এলিজাবেথ ইয়ংসটাউন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে গোটা ঘটনা সম্পর্কে মুখ খুলতে চাইনি।

বালুরঘাটে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী, কাঠগড়ায় তৃণমূল

বালুরঘাট, ২৩ মে (হি. স.) : কিছুতেই থামছে না ভোট-পরবর্তী হিংসা। রবিবারও ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত হলেন এক বিজেপি কর্মী। পথে বাজার করার সময় বিজেপির এক শক্তিকেন্দ্র প্রমুখকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট শহরে রবীন্দ্রনগর এলাকায়।

জানা গিয়েছে, জখম ওই বিজেপি কর্মীর নাম ছোটন মালাকার। রবীন্দ্রনগর এলাকাতেই তাঁর বাড়ি। ভোট-পরবর্তী হিংসা থেকে বাঁচতে বিজেপি জেলা দফতরে এতদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। রবিবারই প্রথম বাড়িতে ফিরছিলেন। পথে বালুরঘাট শহরের রবীন্দ্রনগর এলাকায় বাজার করার সময় বিজেপির এক শক্তিকেন্দ্র প্রমুখকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা বিজেপি অফিসের আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ি সংলগ্ন এলাকার বাজারে গিয়েছিলেন ছোটন। সেই সময় সেখানে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ছোটনের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত জখম ছোটনকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। ওই বিজেপি কর্মীর মাথায় আঘাত লেগেছে। এনিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে।

যদিও তৃণমূলের জেলা কো-অর্ডিনেটর সুভাষ চাকি অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, ছোটন মালাকার নামে ওই ব্যক্তি এলাকায় সমাজবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। এলাকায় সন্ত্রাস চালাতেন। গত নির্বাচনে ওই এলাকায় সন্ত্রাস চালিয়েছিলেন। সেই ঘটনারই এটি বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হচ্ছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কেউ জড়িত নেই। স্থানীয় মানুষরাই অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর ওপর এই হামলা চালিয়েছে। তবে এই ঘটনাকেও সমর্থন করে না তৃণমূল। আইন আইনের পথে চলবে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

অক্সিজেন সিলিন্ডার বোঝাই গাড়িতে আগুন, বিস্ফোরন, মৃত ১, আহত ১ চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ২৩ মে (হি.স.) : অক্সিজেন সিলিন্ডার বোঝাই গাড়িতে আচমকা আগুন। সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু হল গাড়ি চালকের, আহত আরও একজন। বিস্ফোরনে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন আয়ত্তে আনে। শনিবার রাত্রে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে, পানাগড় রনডিহা মোড় এলাকায়। ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, অক্সিজেন ভর্তি গাড়ির অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা নিয়ে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম বিজয় বাগদী(২৮)। বুদবুদের চাকতেঁতুল গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনায় জানা গেছে, শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ পানাগড় রনডিহা মোড়ের কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ি গ্যারেজে দাঁড়িয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,' অক্সিজেন সিলিন্ডার বোঝাই গাড়িতে আচমকা আগুন লেগে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। তারপর আচমকা সিলিন্ডারের বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বিস্ফোরনে গাড়ির চালক বিজয় বাগদীর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তার খালাসীও গুরুতর জখম হয়। বিস্ফোরনে আশপাশের কয়েকটি দোকানের সাটার, জনলার কাঁচ ভেঙে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা দমকলের দুটি ইঞ্জিন। ঘন্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে দমকল কর্মীরা। আগুন নিভে যাওয়ার পর দেখা যায় অক্সিজেন ভর্তি একটি সিলিন্ডার ফেটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ।

কাঁকসার ভারপ্রাপ্ত দমকল আধিকারিক উৎপল প্রামানিক জানান,' কিভাবে আগুন লাগল তদন্ত চলছে। গাড়ির শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। গাড়িতে ৬৪ টির মত অক্সিজেন সিলিন্ডার ছিল।' ঘটনাস্থলে গাড়ির চালক ও খালাসীকে উদ্ধার করে কাঁকসা ব্লক হাসপাতালে পাঠানো হলে, চিকিৎসকরা বিজয় বাগদীকে মৃত বলে ঘোষনা করে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকমাস ধরে করোনা আবহে অক্সিজেনের আকাল পড়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে অক্সিজেন জোগানের কাজ। এদিনের ঘটনায় প্রশ্ন ওঠে, অক্সিজেন সিলিন্ডার বহনকারী গাড়িতে অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা ছিল না কেন? কেনই বা রাতে অক্সিজেন ভর্তি গাড়ি পার্কিংয়ে দাড়িয়েছিল? গাড়ির মালিক দীপক গিরি জানান,' পরদিন সকালে সিলিন্ডারগুলি ডেলিভারী দেওয়া হত। তাই রাতে গাড়ির সামনে পার্কিং করা হয়েছিল গাড়িটি। অগ্নিনির্বাপক প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' দ্রুত সিলিন্ডার পৌঁছানো জরুরী। তাই এত তাড়াতাড়ির মধ্যে অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা রাখা হয়নি। তবে এদিনের ঘটনার পর রাখা হবে।' এদিকে পুলিশ দগ্ধ গাড়ি ও সিলিন্ডারগুলি উদ্ধার করেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে সাগর আর পারাদ্বীপের মাঝামাঝি আছড়াতে পারে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস

কলকাতা, ২৩ মে (হি.স.) : আগামী বুধবার স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস, এমনটাই পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপ ও ওড়িশার পারাদ্বীপের মধ্যে দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই জানিয়েছে হওয়া অফিস।

রবিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ এই মুহূর্তে গভীর নিম্নচাপ রূপে ১৬ ডিগ্রি ১ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০ ডিগ্রি ২ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থান করছে। এই মুহূর্তে আন্দামানের পোর্ট প্লেয়ার থেকে ৫৬০ কিলোমিটার উত্তরে উত্তর-পশ্চিম, ওড়িশার বালেশ্বর থেকে ৬৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দিঘা থেকে ৬৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছে গভীর নিম্নচাপ।

সোমবার সকালে এই নিম্নচাপ আরও শক্তি সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবারের মধ্যে তা অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর। বুধবার সকালে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার স্থলভাগে পৌঁছনোর কথা ইয়াস-র। আলিপুর জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় রূপে ইয়াস ওড়িশার পারাদ্বীপ ও পশ্চিমবঙ্গের সাগরের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার আগরতলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথের বিরুদ্ধে ১৮৮ ও ৫৪ ধারায় ফৌজদারি মামলা

ভোপাল, ২৩ মে (হি. স.) : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথের বিরুদ্ধে ১৮৮ ধারা আইপিসি এবং ৫৪ ধারা বিপর্যয় মোকাবিলা আইন ২০০৫ এর অধীনে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ক্রাইম ব্রাঞ্চে অভিযোগ করে কমলনাথের শাস্তি দাবী করেছে।

রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী রাহুল কোঠারি বলেন যে, রবিবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথের বিতর্কিত ও দেশবিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টি ভোপাল, গোয়ালিয়র, ধর, ইন্দোর, সাতনা সহ বেশ কয়েকটি জেলার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

তিনি বলেন যে, ভোপালের জেলা শাখা কর্তৃক এমপি নগরের অপরাধ শাখায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য প্রতিনিধি দল পুলিশ সুপারকে একটি অভিযোগ পত্র জমা দিয়েছিল। প্রতিনিধিদল অভিযোগ চিঠিতে বলেছিল যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে চিকিৎসক, প্যারামেডিক্যাল কর্মীরা, পুলিশ, প্রশাসন ও সামাজিক সংগঠনসমূহ ইত্যাদি একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন। যাতে দেশের নাগরিকরা সঠিক স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন। তবে অনেকগুলি রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তি এবং কংগ্রেস মহামারীর আওতায় দেশকে কুখ্যাত করার ষড়যন্ত্র করছে, যেখানে কমলনাথও সেই শক্তিগুলির সমর্থন করেছিলেন।

আরও বলা হয়, কংগ্রেস কমিটির রাজ্য সভাপতি কমলনাথ ২২ মে শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে, "পৃথিবীতে যে করোনার প্রসার ঘটেছে তা, এখন" ইন্ডিয়ান ব্যারিয়েন্ট করোনা "নামে পরিচিত। কমল নাথ আরও বলেছিলেন যে, অনেক দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি করোনাকে ভারতীয় ব্যারিয়েন্ট হিসাবে ডাকছেন। এই সময়, এই কথা বলে কমল নাথ জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন এবং দেশকে আন্তর্জাতিকভাবে বদনাম করছেন। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জারি করা নির্দেশিকাও লঙ্ঘন করেছেন। কমলনাথের এই কাজটি ভারতীয় দন্ডবিধি অনুসারে রাষ্ট্রদ্রোহের ক্যাটাগরিতে চলে আসে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অনাবৃষ্টির কারণে জুমিয়াদের কপালে চিন্তার ভাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মে।। সময়মতো অনাবৃষ্টির কারণে জুমিয়াদের কপালে চিন্তার ভাজ, ফলে এই বছর জুম চাষের মধ্যে দিয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে কিনা রয়েছে হাজার প্রশ্ন।প্রখর রোদের কারণে জুমের বিভিন্ন ফসলের বীজ বপন করলেও অনাবৃষ্টির কারণে তাঁদের পারিশ্রম বৃথায় গেল। প্রত্যেকটি জুমিয়া পরিবার সর্বস্বান্ত ওয়াল উপক্রম হয়ে উঠবে এবছর।ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীনে প্রতিটি এডিসি ভিলেজে এমন দুর্দশা চলছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময়ে ছিটে ফেঁটা বৃষ্টি হয়েছিল। এতে জুমিয়ারা জুমের বিভিন্ন ফসলের বীজ বপন করেছিল জুমিয়া টিলা গুলিতে। এরপরই বৃষ্টির অকাল। জানা গেছে ৩০ু জুমিয়ারা টিলার জমিতে বীজ বপন করে নেয় এবং ৭০ু জুমিয়ারা বৃষ্টির অকাল প্রত্যক্ষ করে বীজ বপন করেনি। এদিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টির জল না থাকায় অথবা বৃষ্টির না থাকার কারণে জুমিয়ারা এবার জুম চাষে ক্ষতির সম্মুখীন। এই ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া জৈনক জুমিয়া জানায় এমন সময় জুমের ফসল বাজারে নিয়ে আসা হতো বিক্রি করার জন্য। কিন্তু এবার অনাবৃষ্টির কারণে ফসলের বীজ থেকে চারা গাছই হয়নি জলের অভাবে। রুদ্রের তীব্রতায় বপন করা ফসলের বীজ নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে প্রতিটি এডিসি ভিলেজের জুমিয়ারা এবার বেকায়দায়। এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে জুমিয়াদের দাবি সরকারি সাহায্য সহায়তা পাওয়ার জন্য রাজ্য প্রশাসনের কাছে। মূলত বৃষ্টি না থাকার কারণে জুমের টিলাভূমির গুলি খা খা করছে। এই অবস্থায় জুমীয়ারা কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এদিকে জুম চাষের উপর নির্ভর করে প্রতি বছরের খোরাকি জোগাতে হয় প্রত্যেকটি জুনিয়া পরিবারদের। এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকার গিরিবাসী তথা জুমিয়া চাষী কমল সিং রিয়াং জানান অনাবৃষ্টির কারণে জুম চাষের জমিতে ধানসহ বিভিন্ন ফসল লাগিও জলের অভাবে শুকিয়ে গেছে। সরকারের কাছে দাবি যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে ক্ষতি সাপেক্ষে।

বাড়ির রাস্তা নিয়ে ঝামেলা দুই পরিবারের, প্রশাসনের হস্তক্ষেপে নিস্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মে।। বাড়ির রাস্তা নিয়ে ঝামেলা দুই পরিবারের। প্রিশাসনের হস্তক্ষেপে নিস্পত্তি। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন লক্ষিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে মিহারানীপুর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানাযায় দীর্ঘদিন যাবৎ মহারাণীপুর এলাকার বাসিন্দা দুলাল বর্মন ও প্রান্তোস সরকারের পরিবারের মধ্যে রাস্তা নিয়ে ঝামেলা চলছিল। এ নিয়ে স্থানীয় লক্ষিপুর পঞ্চায়েতে নিস্পত্তি করার জন্য কয়েক দফায় সভাও করাহয়। অভিযোগ প্রান্তোস সরকার তার বাড়ির জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তায় দুলাল বর্মন এর পরিবার বাধা দেয় এবং বাশের তৈরি একটি বেড়া (গ্রাম্য ভাষা) দিয়ে দেয়। এতে যাতায়াতে বাধাপ্রাপ্ত হন প্রান্তোস সরকারের পরিবার। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রান্তোস সরকারের পরিবার দুলাল বর্মনের পরিবারের সদস্যদের রাস্তা খুলে দিতে বললে দুই পরিবারের মধ্যে বাক বিতন্ডা শুরু হয়। বাধ্য হয়ে প্রান্তোসের পরিবার পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে ঝামেলার নিস্পত্তি করতে নাপেরে খবর দেওয়া হয় মহকুমাশাসক অফিসে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন ডি সি এম দেবপ্রিয়া দাস। পরে ডিসি এমের উপস্থিতিতে রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। পরে এ প্রসংগে দি সি এম দেবপ্রিয়া দাস জানান। সরকারি জায়গায় বাশের ফেন্সিং তুলে দিয়ে রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন। এবং উভয় পরিবার কে জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের কোন বক্তব্য থাকলে মহকুমাশাসক অফিসে জানলে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ছেড়ে দিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.) : নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় জেলায় জেলায় আক্রান্ত হচ্ছেন দলীয় কর্মীরা। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ছেড়ে দিলেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এবিষয়ে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে নিরাপত্তা ছাড়ার কারণও জানিয়েছেন। রবিবার থেকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের আসতে বারণ করে দিলেন হুগলির বিজেপি সাংসদ। কেন্দ্রের তরফে সিআইএসএফ-এর ওয়াই শ্রেণির নিরাপত্তা পেতেন লকেট। তাঁর অভিযোগ, ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকে গোটা রাজ্যে বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত। আমার লোকসভা কেন্দ্রেও রোজ তৃণমূলের হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে বিজেপি কর্মীদের। মহিলাদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে। আমি একজন মহিলা জনপ্রতিনিধি হয়ে তাঁদের নিরাপত্তা দিতে পারছি না। তাই আমারও নিরাপত্তা নিয়ে চলার কোনও অধিকার নেই।

অসমের কারবি আংলঙে আধাসেনা-পুলিশের তুমুল সংঘর্ষ খতম আট ডিএনএলএ জঙ্গি

ডিফু (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙের নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী মিসিবাইলং এলাকায় আসাম রাইফেলস ও রাজ্য পুলিশের যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘটিত তুমুল সংঘর্ষে ধরাশায়ী হয়েছে 'ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি' (ডিএনএলএ) জঙ্গি সংগঠনের আট সশস্ত্র ক্যাডার। যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে জঙ্গি সংগঠনটির মুখ্য সেনাধ্যক্ষ মুসরাং ডিমাসা। ঘটনা আজ রবিবার ভোররাতে সংঘটিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাতে পুলিশের কাছে খবর ছিল, পশ্চিম কারবি আংলং জেলার ধনশিরির অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী মিসিবাইলং এলাকার গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির বেশ কয়কজন সশস্ত্র ক্যাডার। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই খবর পেয়ে কারবি আংলং জেলার নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার পুষ্পরাজ সিঙের নির্দেশে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রকাশ সনোয়ালের নেতৃত্বে পুলিশ ও আসাম রাইফেলসের যৌথ বাহিনী মিসিবাইলুঙের গভীর জঙ্গলে অভিযানে নামেন।

অভিযান চলাকালে আজ ভোররাতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর ডিএনএলএ জঙ্গিরা অতর্কিতে গুলি বর্ষণ শুরু করে। জবাবি হামলায় উভয়পক্ষের মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা গুলির লড়াইয়ে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের মুখ্য সেনাধ্যক্ষ মুসরাং ডিমাসা সহ মোট আট জঙ্গি ধরাশায়ী হয়েছে।

এই খবর লেখা পর্যন্ত সাত জঙ্গির নাম হাতে এসেছে। নিহত জঙ্গিরা যথাক্রমে মুসরাং ডিমাসা (ডিএনএলএ-র মুখ্য সেনাধ্যক্ষ), অমরজিৎ ডিমাসা, নিকেন, জিংডাও, প্রীতম, তামিল ডিমাসা ওরফে প্রেম থাওসেন এবং বাবুল হোজাই। এর মধ্যে বাবুল হোজাইয়ের বাড়ি ডিমা হাসাও জেলার হারাঙ্গাজাওয়ে। তাছাড়া নিহত জঙ্গিদের মধ্যে দুজন কালাচান্দ ও মাইবাঙের বলে জানা গিয়েছে।

ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি জঙ্গি সংগঠনের মুখ্য সেনাধ্যক্ষ মুসরাং ডিমাসা হচ্ছে ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠনের প্রাক্তন সদস্য। ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠন অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে ফিরে এসেছে। এর পর ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠনকে ভেঙে দেওয়া হয়। মূল সংগঠন ভেঙে যাওয়ার পর মুসরাং ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেয়।

এদিকে ঘটনস্থল থেকে নিহত জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের ব্যবহৃত চারটি একে ৪৭ রাইফেল, চারটি পয়েন্ট (.) ৩২ পিস্তল ও বেশ কিছু আপত্তিজনক নথিপত্র উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনীর অভিযানকারী দল।

পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে ডিএনএলএ-র মুখ্য সেনাধ্যক্ষ সহ আট ক্যাডার নিহত হওয়ায় কার্যত এবার জঙ্গি সংগঠনটির কোমর সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১৯ মে ধনশিরির দাউজিফাং গ্রামের পূজারি সঞ্জয় রংহাংকে ডিএনএলএ জঙ্গিরা তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে খুন করেছিল। তার পর থেকেই পুলিশ কারবি পাহাড়ে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান শুরু করে। যার ফলস্বরূপ আজ এই বিরাট সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে অসম পুলিশ।

এদিকে এদিন সকাল ৭.৪০ মিনিটে অসম পুলিশের আইন-শৃঙ্খলা শাখার অতিরিক্ত সঞ্চালক-প্রধান জিপি সিং প্রথমে টুইট করে এই খবরের সত্যতা স্বীকার করে জানিয়েছিলেন, আজ ভোরে কারবি আংলঙের ধনশিরি অঞ্চলে অসম পুলিশ এবং আসাম রাইফেলসের অভিযানে ছয় ডিএনএলএ জঙ্গি নিহত হয়েছে। পরবর্তীতে বিস্তৃত খবরে আট জঙ্গির ধরাশায়ী হওয়ার তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

উল্লেখ্য, নাগাল্যান্ড থেকে ডিএনএলএ জঙ্গি ক্যাডাররা রাজ্যের দুই পাহাড়ি জেলা কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাওয়ের অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল। নাগাল্যান্ডে বসে অপহরণ তোলাবাজির মতো অপকর্ম চালাতো জঙ্গি সংগঠনটির শীর্ষ নেতারা। ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায়ী ঠিকাদারদের কাছেও অর্থ দাবি করেছিল ডিএনএলএ জঙ্গিরা।

কিছুদিন আগে নাগাল্যান্ডে গ্রেফতার হয়েছিল ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ নেতা এলভিন হোজাই। এলভিন হোজাই হারাঙ্গাজাওয়ের বাসিন্দা সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ ও হত্যার সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে এলভিন হোজাই সিআইডির হেফাজতে রয়েছে। তাছাড়া এর আগেও ডিএনএলএ-র অনেক ক্যাডারকে কারবি আংলং পুলিশ ও ডিমা হাসাও পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আজ যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের এই আট ক্যাডার ধরাশায়ী হওয়ায় সংগঠনটির কোনও অস্তিত্ব রইল না বলে মনে করছেন কারবি আংলং জেলার পুলিশ সুপার পুষ্পরাজ সিং। তিনি বলেন, পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর এখনও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তাঁর সন্দেহ, আজকের অভিযানে আরও কিছু জঙ্গি সদস্য নিহত বা আহত হয়ে জঙ্গলের কোথাও না-কোথাও পড়ে রয়েছে।

কোভিড মোকাবিলায় বিজেপি গোমতী জেলা কার্যালয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ মে।। গোমতী জেলা বিজেপি কার্যালয়ে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলা নিয়ে আজ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই অতিমারী পরিস্থিতিতে কিভাবে মানুষের কাছে দলকে নিয়ে যাওয়া যায় এ নিয়ে আলোচনা হয়। সরকারের পাশাপাশি দলকেও প্রতিটি দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ, মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে র বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ ও বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সহ সংগঠনের দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতৃত্ব।

উদয়পুরে স্বস্তির বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ মে।। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে বিগত কয়েক দিন ধরে ভ্যাপসা গরমে মানুষ যখন নাজেহাল ,তখন আজ রাত প্রায় পৌনে একটায় এক পশলা পুষ্প বৃষ্টিতে মানুষ তীব্র গরম ও অসহ্য শারীরিক উপক্রম থেকে সাময়িক রক্ষা পেয়েছেন। মানুষ এই বৃষ্টির জন্য জোড়া ব্যঙের বিয়ে দিয়েকেন ঘটা করে। গ্রীষ্মের এই প্রখর রোদে অনেকে স্ক্রিনের সমস্যায় ভুগছেন।এই পুষ্প বৃষ্টি কিছুটা হলেও রেহাই দিলো বলে অনেকেই জাগরণ প্রতিনিধিকে ফোন করে স্বস্তির কথা বলেছেন।

করোনা মোকাবিলায় গ্রামাঞ্চলে দেওয়া হবে অক্সিমিটার

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় গ্রামাঞ্চলে দেওয়া হবে অক্সিমিটার। ঠিক হয়েছে, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরই নিজের উদ্যোগে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে পালস অক্সিমিটার পৌঁছে দেবে। প্রাপকরা তার সদ্ব্যবহার করলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যায় অনেকটা রাশ টানা যাবে বলে কর্তারা আশাবাদী।

করোনা বর্তমানে শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রামকে আক্রমণ করছে বেশি। নিত্যদিন রাজ্যের প্রায় সব জেলার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জ্বর-সর্দি-শ্বাসকষ্ট নিয়ে রোগীরা আসছেন। তাঁদের করোনা পরীক্ষা হচ্ছে, কিন্তু রিপোর্ট পেতে অন্তত বাহাত্তর ঘন্টা। এই মাঝের সময়ে রোগীর শারীরিক অবস্থা জানা অত্যন্ত জরুরি। জানা দরকার রোগীর অক্সিজেন স্যাচুরেশন। সেইমতো চিকিৎসা হলে সেরে ওঠা কঠিন নয়। এটা মাথায় রেখেই উদ্যোগটি দানা বেঁধেছে। প্রথম ধাপে রাজ্যের প্রায় ১০টি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে এর আওতায় আনা হবে। কাজে লাগানো হবে আশা এবং অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাহিদা অনুযায়ী পালস অক্সিমিটার মজুত থাকবে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা অজয় চক্রবর্তীর কথায়," কোভিড উপসর্গ রয়েছে কিন্তু টেস্ট রিপোর্ট আসেনি, এমন সব রোগীকে জরুরি ভিত্তিতে কয়েক দিনের জন্য পালস অক্সিমিটার দেওয়া হবে। আশাকর্মীরা তাঁদের হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেবেন, কীভাবে অক্সিমিটারে আঙুল ঢুকিয়ে অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপা যায়। উপসর্গ কমলে বা রোগী হাসপাতালে ভরতি হলে যন্ত্রটি আশা বা অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের হাতে ফেরত দিতে হবে।" এই বিপুল সংখ্যক অক্সিমিটার কেনার জন্য শিগগিরই টেন্ডার ডাকা হবে। "সবটাই এখন হিসাব নিকাশের পর্যায়ে। তবে জুনের গোড়াতেই যাতে পাইলট প্রকল্পে কাজ শুরু করা যায়, তার তৎপরতা শুরু হয়েছে।" জানালেন এক কর্তা।

জানা গিয়েছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে আশাকর্মীরা ফের বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা শুরু করেছেন। যাঁদের কোভিড উপসর্গ বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা, তাঁদের তালিকা করা হচ্ছে। তালিকা পাঠানো হচ্ছে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে। সেই তালিকা মিলিয়ে যেমন পালস অক্সিমিটার রোগীকে দেওয়া হবে, তেমনই ফেরত নেওয়া হবে। পাশাপাশি গ্রামীণ বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যাম্বুল্যান্স মোতায়েন রাখা হবে, যাতে গুরুতর অসুস্থকে দ্রুত জেলার কোভিড হাসপাতালে ভরতি করা যায়।

কর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তারের কোন খবর নেই। এলাকায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ সহ সাধারণ মানুষকে ধৈর্য্য ধরার আহ্বান জানান এলাকার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া।

কাজ নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

শ্রমিকের সংখ্যা। চলতি বছরে ডিডিটি স্প্রে এর কাজ ৭৫ দিন করে দুই রাউন্ডে কাজ আসলো মোট ১৬ টি দলের ৯৬জন শ্রমিক কাজ করতে পারবে। বাকি সাতটি দলের ১০২ জন শ্রমিক কর্মহীন হয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ভুগছে। দফায় দফায় আলোচনা। আলোচনার পরও কাজের কোনো সুরাহা না হওয়ায় ডিডিটির শ্রমিকেরা কাজ করতে নারাজ। শনিবার দুপুরে দক্ষিণ জেলার ম্যালেরিয়া অফিসার ডিডিটি শমিকদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। সেখানেও শ্রমিকদের দাবি যদি কাজ করতে হয় সবাইকে দিতে হবে তা না হলে করব না। দীর্ঘক্ষন আলোচনার পর কোন ডিডিটি কর্মীরা কোনো সুরাহা না পেয়ে অবশেষে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হয়। ক্ষুব্দ ডিডিটি কর্মীরা জানান দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমাদের কোনো সমস্যা হয়নি। চলতি বছরের কাজ নিয়ে আমরা অনিশ্চয়তার মধ্যে ভুগছি। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানান সব ডিডিটি কর্মীদের কাজ দেওয়ার।

অপরদিকে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা জেলার ম্যালেরিয়া অফিসার সুব্রত দাস এর সাথে সাক্ষাত করে ডিডিটি শ্রমিকদের সমস্যার বিষয়ে জানতে গেলে ম্যালেরিয়া অফিসার অকপটে স্বীকার করেন আগে দক্ষিণ জেলাতে ১১০০টি ডিডিটি ব্যাগ আসতো। বর্তমানে ৪৪৮ টি ডিডিটি ব্যাগ বরাদ্দ হয় পঁচাত্তর দিন কি করে দুই রাউন্ডে ডিডিটি ছড়ানোর জন্য। তাও নির্দিষ্ট করে বলা দেওয়া হয়েছে ১৬টি টিম কাজ করতে পারবে যেসব অঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাব বেশি সে সব অঞ্চলেই ডিডিটি ছড়ানো হবে। সোমবার থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা ছিল। শ্রমিকরা কাজ করতে রাজি না হওয়ায় শুরু করা যায়নি। এ ব্যাপারে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে জানান ম্যালেরিয়া অফিসার সুব্রত দেবনাথ। দীর্ঘ বছর যাবত দক্ষিণ জেলার ১৯৮ জন ডিডিটি কর্মী কাজ করে আসছে দক্ষিণ জেলাতে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ৯৬ জন ডিডিটি কর্মীদের জন্য কাজ আসলেও বাকি ১০২ জন ডিডিটি কর্মীরা কর্মহীন হয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে আছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে তাদের মধ্য থেকেও কি ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে ওই যুবককে আউটপোস্ট নিয়ে আসে। মন্দিরের পুরোহিত জানান এ ব্যাপারে তিনি এফআইআর করবেন না। তবে ভবিষ্যতে সে যাতে এ ধরনের কাজ না করে সে জন্য পরামর্শ দিয়েছেন পুরোহিত। জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিত এ ব্যাপারে মামলা দায়ের না করল পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ পরে তদন্ত শুরু করেছে। মন্দিরের চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রভাব পড়বে ওড়িশা এবং বাংলাদেশেও। গত ১৭ মে ঘূর্ণিঝড় টাউটে-র তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে গুজরাত এবং মহারাষ্ট্র। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ইয়াস-এর চোখরাঙানিতে তাই আগেভাগেই বিপর্যয় মোকাবিলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী।

বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে পশ্চ

অবশেষে গ্রেফতার অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগির সুশীল কুমার

নয়াদিল্লি, ২৩ মে।। অবশেষে গ্রেফতার সুশীল কুমার। অলিম্পিক্সে দুটো পদকজয়ী কুস্তিগীরকে রবিবার দিল্লির মুন্ডকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে জানা গেলেও দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে রবিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে পুলিশ বলে, "খুনের অভিযোগে ২ বারের অলিম্পিক পদকজয়ী সুশীল কুমারকে দিল্লির মুন্ডকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।" ৪ মে দিল্লির ছত্রশাল স্টেডিয়ামে সুশীল-সহ বেশ কিছু কুস্তিগীরের মধ্যে মারামারি হয়। সেই মারামারি এতটাই বীভৎস রূপ নেয় যে সাগর রানা নামক ২৩ বছরের এক কুস্তিগীর মারা যান সেখানে। সুশীলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় থানায়। সেই ঘটনার পরেই ফেরার হয়ে যান অলিম্পিক্স পদকজয়ী কুস্তিগীর। তাঁর খোঁজ দিতে পারলে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে দিল্লি পুলিশ।উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাবের মতো বিভিন্ন রাজ্যে সুশীলকে দেখা গিয়েছে বলে জানা যায়।

কিন্তু কিছুতেই ধরা যাচ্ছিল না তাঁকে। শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যায়। সংবাদ সংস্থা এএনআই রবিবার সকালে জানায়, দিল্লি পুলিশের এক সিনিয়র অধিকর্তা বলেছেন, "পঞ্জাবে পুলিশের একটি দল রয়েছে। সুশীলকে এখনও গ্রেফতার করা যায়নি।" এএনআই পরে আবার জানায়, নিরজ ঠাকুর (বিশেষ সিপি-বিশেষ সেল) বলেছেন, "অলিম্পিক্স পদকজয়ী সুশীল কুমারকে গ্রেফতার করেছে বিশেষ দল।" সেই সঙ্গে সুশীলের এক সহকারী অজয় কুমারকেও গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সাদাম্পটনে ১৭৮-এর স্মৃতি ভুলে নামতে চাইবেন বিরাটরা

নয়াদিল্লি, ২৩ মে।। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল আর এক মাসও বাকি নেই। ১৮ জুন মুখোমুখি হবে ভারত এবং নিউজিল্যান্ড। সাদাম্পটনের 'দ্য রোজ বোল'-এ হবে সেই ম্যাচ। প্রথম বার ইংল্যান্ড ছাড়া ২ দল খেলতে নামবে এই মাঠে। ২৫ হাজার দর্শকের জায়গা থাকলেও করোনা আবহে ৪ হাজার দর্শকের সামনে খেলবেন বিরাট কোহলী, কেন উইলিয়ামসনরা।এখনও অবধি ৬টি টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে সাদাম্পটনের এই মাঠে। ভারত ২ বার খেললেও, নিউজিল্যান্ড আগে কখনও এই মাঠে খেলেনি। প্রথম বার 'দ্য রোজ বোল'-এ খেলতে নামবেন উইলিয়ামসনরা। কোহলীরা ২ বার খেললেও এক বারও জিততে পারেননি। এমনকি এই মাঠে সব চেয়ে কম রান ভারতই করে ছিল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৭৮ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির ভারত। সব চেয়ে বেশি রানের রেকর্ড ইংল্যান্ডের ঝুলিতে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে ৫৮৩ রান করেছিল ইংল্যান্ড। সৌজন্যে জ্যাক ক্রলির ২৬৭ রানের ইনিংস। সেটাই এই মাঠে কোনও ব্যাটসম্যানের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান। এই মাঠে ভারতের হয়ে ব্যাট হাতে সব চেয়ে সফল কোহলী। ২টি ম্যাচ খেলে তাঁর সংগ্রহ ১৭১ রান। ভারত অধিনায়কের পরেই রয়েছেন সহ-অধিনায়ক। অজিঙ্ক রহাণে ২ ম্যাচে করেছেন ১৬৮ রান। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকবে দল। এই মাঠে ৪টি ইনিংস খেলে ৩টি অর্ধশতরান করেছেন রহাণে। কোনও ভারতীয় ব্যাটসম্যানের শতরান নেই 'দ্য রোজ বোল'-এ। ভারতীয়দের মধ্যে এই মাঠে বল হাতে সব চেয়ে সফল মহম্মদ শামি। ২ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৭ উইকেট। তবে রবীন্দ্র জাডেজা একটি মাত্র ম্যাচ খেলে ৫ উইকেট নিয়েছেন।'দ্য রোজ বোল' তৈরি থাকবে ভারত এবং নিউজিল্যান্ডকে আমন্ত্রণ জানাতে। সারা বিশ্ব তাকিয়ে থাকবে এই মাঠের দিকে। ১৮ জুন-এর মহা যুদ্ধে যে দলই জিতুক ইতিহাসে থেকে যাবে সাদাম্পটনের 'দ্য রোজ বোল'-এর নাম।

সুয়ারেস ও ইয়োরেন্তেকে ছাড়ার মাশুল দিল বার্সেলোনা-রিয়াল?

সাত বছর পর আতলেতিকো মাদ্রিদের লা লিগার মুকুট ফিরে পাওয়ার নায়ক আছে অনেকেই। তাদের মাঝে দুজনের কথা নিঃসন্দেহে আলাদাভাবে বলতেই হবে। লুইস সুয়ারেস ও মার্কোস ইয়োরেন্তে। এই দুজনকে পথ মাপতে বলেছিল বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। এখন আতলেতিকো লিগ জেতায় প্রশ্নটা তাই উঠছে, ওই দুজনকে ছেড়ে দেওয়ার চড়া মাশুল বার্সেলোনা ও রিয়ালকে দিতে হলো কিনা। রোনাল্ড কুমান বার্সেলোনার দায়িত্বে আসার পরই কাম্প নউয়ে সুয়ারেসের ভবিষ্যৎ পড়ে যায় অনিশ্চয়তায়। উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড খুব করে চেয়েছিলেন প্রিয় আঙিনায় থেকে যেতে। প্রয়োজনে বদলি হিসেবে খেলতেও ছিলেন রাজি। কিন্তু কোনো কিছুতেই কুমানের পরিকল্পনায় জায়গা মেলেনি। ৬০ লাখ ইউরোয় গত বছর পাড়ি জমান আতলেতিকোয়। সদ্য শেষ হওয়া লিগে চ্যাম্পিয়নদের সর্বোচ্চ গোলদাতা (২১টি) সুয়ারেস। রিয়াল ভাইয়াদলিদের বিপক্ষে ২-১ গোলে জেতা শেষ ম্যাচেও পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন অভিজ্ঞ এই খেলোয়াড়। গত সপ্তাহে ওসাসুনার বিপক্ষে জয়ে ৮৮তম মিনিটেও লক্ষ্যভেদ করেছিলেন তিনি। আরেক নায়ক ইয়োরেন্তে শৈশবের প্রিয় ক্লাব রিয়াল ছেড়ে আতলেতিকোয় নোঙর ফেলেন ২০১৯ সালের জুনে। দিয়েগো সিমেওনের দলে তার শুরুটা ছিল ধীরলয়ে। কিন্তু যখন হোল্ডিং মিডফিল্ডার থেকে বিস্ফোরক উইঙ্গার বনে গেলেন, তখন থেকেই নিয়মিত তিনি। মার্কোস ইয়োরেন্তোমার্কোস ইয়োরেন্তোনতুন ভূমিকায় ইয়োরেন্তে গত বছর ছাপ রেখেছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে লিভারপুলকে ছিটকে দেওয়ার পথে জোড়া গোল করে। এরপর শক্তিশালী থেকে আরও শক্তিশালী হয়েছেন তিনি। এবার দলের লিগ শিরোপা জয়ে গোল করেছেন ১২টি, সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন ১১টি। লিগের মুকুট জয়ের পর উচ্ছ্বাস ঝরল ২৬ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ খেলোয়াড়ের কণ্ঠে। "এই মৌসুমে ভীষণ ভুগতে হয়েছে, কিন্তু এখন সময় উদযাপনের।" লিগে আতলেতিকোর করা ৬৭ গোলের প্রায় অর্ধেকই এনে দিয়েছেন সুয়ারেস ও ইয়োরেন্তে। ২০১৪ সালের পর প্রথমবারের মতো দলটির লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে যাদের অবদান অনেক। রিয়ালের সঙ্গে ইয়োরেন্তের বলতে গেলে 'পারিবারিক সম্পর্ক' ! তার চাচা পাকো গেন্তো রিয়ালের ইতিহাসের সর্বকালের সেরাদের একজন। তার বাবা এবং দাদাও খেলেছেন ক্লাবটিতে। লিগের শেষ রাউন্ড পর্যন্ত আতলেতিকোর ঘাড়ে শ্বাস ফেলেছে রিয়াল। জয় দিয়ে লিগও শেষ করেছে তারা। কিন্তু ২ পয়েন্টের দূরত্ব ঘোচাতে পারেনি জিনেদিন জিদানের দল। ইয়োরেন্তের মতো মেধাবী খেলোয়াড় ছেড়ে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকোয় যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এখন হয়ত মাথা কুটবে তারা। এটাও ঠিক যে ইয়োরেন্তেকে ছেড়ে দিয়ে চার কোটি ইউরো পকেটে পুরেছিল রিয়াল। হোল্ডিং মিডফিল্ডে কাসেমিরোর মতো দারুণ নির্ভরতাও ছিল তাদের। তবে বার্সেলোনা যেভাবে সুয়ারেসকে বিদায় করেছিল, তার জন্য দলটি হয়তো দুঃখ পাচ্ছে। রীতিমতো জোর জবরদস্তি করে গত গ্রীষ্মে উরুগুয়ের এই ফরোয়ার্ডকে কাম্প নউ থেকে বিদায় করেছিল তারা। বড় অঙ্কের পারিশ্রমিক পাওয়া খেলোয়াড়দের বিদায় করার সেই মিছিলে সুয়ারেস ছাড়াও ছিলেন আর্তুরো ভিদাল এবং ইভান রাকিতিচ। সুয়ারেসের চলে যাওয়াটা কোনোভাবে মেনে নিতে পারেননি লিওনেল মেসি। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সমালোচনায় কাজ হয়নি; ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাম্প নউ থেকে বিদায় আটকাতে পারেননি বার্সেলোনা অধিনায়ক। অথচ ১৯৮ গোল নিয়ে বার্সেলোনার ইতিহাসের তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা সুয়ারেস। দলটির হয়ে চারটি লিগ শিরোপা জিতেছিলেন তিনি। বার্সেলোনার কাছ থেকে পাওয়া 'আঘাত' ভুলতে পারেননি সুয়ারেস। আতলেতিকোর হয়ে শিরোপা জয়ের পর কান্নায় ভেঙে পড়েন। লুইস সুয়ারেসলুইস সুয়ারেস"বার্সেলোনার অমন আচরণের পর আমার জন্য সময়টা খুব কঠিন ছিল। সেই সময় যেভাবে আতলেতিকো আমাকে গ্রহণ করে নিয়েছিল, সে জন্য আমি খুশি। আমি যে এই পর্যায়ে এখনও পারফর্ম করতে পারি, তা দেখানোর সুযোগ তারা আমাকে দিয়েছিল।" তখন যেভাবে আমাকে ভুগতে হয়েছেএই কারণে শিরোপাটি আমার জন্য খুবই স্পেশাল। আমার পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে আমি সাত বছরে পাঁচটি লিগ শিরোপা জিতেছি।" সুয়ারেসের প্রশংসায় স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চমুখ হয়েছেন সিমেওনে। সাফল্যের জন্য উরুগুয়ের ফরোয়ার্ডের ক্ষুধার তীব্রতা বোঝাতে টেনেছেন অদ্ভুত উপমাও।"সুয়ারেস একটা লড়াকু দানব, জন্মগতভাবে একজন গোলদাতা।""সে বেপরোয়া... অসাধারণ ক্লাব বার্সেলোনা ছেড়ে এসেছিল। কিন্তু সে বলেছিল, 'আমি শীর্ষ পর্যায়ে খেলা চালিয়ে যেতে চাই', এবং আতলেতিকোয় যোগ দিয়েছিল। আতলেতিকো ফুটবল নিয়েই বাঁচে, যেমনটা বাঁচে সুয়ারেসও।"

'সাদ-বিশ্বনাথ-জীবনকে হারানো বড় ধাক্কা'

চোটের কারণে আগেই ছিটকে গেছেন নাবীব নেওয়াজ জীবন ও বিশ্বনাথ ঘোষ। বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের ক্যাম্পে যোগ দিয়ে পুরনো চোটের কাছে হার মানেন আশরাফুল ইসলাম রানা। সবশেষ চোটে ছিটকে গেলেন ভারতের বিপক্ষে গোল করা ফরোয়ার্ড সাদউদ্দিন। নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়দের হারিয়ে দুর্ভাবনায় পড়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের কোচ জেমি ডে।কদিন ধরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অনুশীলন করছে দল। রোববার অবশ্য মাঠের অনুশীলন হয়নি; হোটেলেই সুইমিং ও হালকা অনুশীলন করেছেন জিকো-জুয়েলরা।হাঁটুর পুরনো চোট নিয়ে ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন সাদ। কিন্তু পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। ডাক্তারের রিপোর্টেও আসেনি সন্তোষজনক খবর। তাই গত রাতে হোটেল ছেড়েছেন এই ফরোয়ার্ড। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে জেমিও জানালেন দুর্ভাবনার কথা। ফরোয়ার্ড সাদউদ্দিনফরোয়ার্ড সাদউদ্দিন" সাদকে হারানো অবশ্যই আমাদের জন্য বড় ধাক্কা। এরই মধ্যে জীবন, বিশ্বনাথ এবং রানাকেও চোটের কারণে হারিয়েছি আমরা।"হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করার কারণে আগে থেকে ক্যাম্পের বাইরে ছিলেন আবাহনী লিমিটেডের ফরোয়ার্ড জীবন। বসুন্ধরা কিংসের ডিফেন্ডার বিশ্বনাথ ক্যাম্পের দলে থাকলেও ক্যাম্পে যোগ দিতে পারেননি চোটের কারণে।প্রিমিয়ার লিগে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ডান পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন রানা।

এই দল বার্সেলোনার মানের নয়: কুমান

মৌসুমটা প্রত্যাশানুযায়ী কাটেনি বার্সেলোনার। লা লিগায় মাঝপথে দারুণ পারফরম্যান্সে ঘুরে দাঁড়ালেও তাদের শেষটা হয়েছে ভীষণ হতাশার। এতে ক্লাবটিতে কোচ রোনাল্ড কুমানের ভবিষ্যৎ পড়ে গেছে হুমকিতে। তবে, নিজের কোনো ভুল দেখছেন না তিনি। উল্টো দায় দিলেন খেলোয়াড়দের। এই ডাচ কোচের মতে, তার দল যথেষ্ট মানসম্পন্ন নয়। তবে এখনই কাম্প নউয়ে নিজের শেষ দেখছেন না কুমান। এখানে থেকেই দলকে আরও ভালোভাবে গড়ে তুলতে চান তিনি। এক যুগের মধ্যে বার্সেলোনা গতবার প্রথম শিরোপাশূন্য মৌসুম কাটানোর পর এই মৌসুমের শুরুতে কুমানকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তখনবার ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ। মৌসুমে তারা কোপা দেল রের শিরোপা জিতলেও অন্য দুই প্রতিযোগিতায় ভালো করতে পারেনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেওয়ার পর লা লিগায় শেষ রাউন্ডে শনিবার এইবারকে কোনোমতে ১-০ গোলে হারিয়ে তৃতীয় হয় কাতালান দলটি। আর্থিক কারণে গত গ্রীষ্মে নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ লুইস সুয়ারেস, ইভান রাকিতিচ ও আর্তুরো ভিদালকে ছেড়ে দেয় বার্সেলোনা। প্রয়োজন ও ইচ্ছে থাকলেও খেলোয়াড় কেনার সামর্থ্য ছিল না দলটির। দলে তাই গভীরতার অভাব দেখছেন কুমান। ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে বেশ জোর দিয়েই কথাটি বলেন। 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা শুধু সের্জিনো দেস্তকে দলে টানতে পেরেছি। আমার মতে, বার্সায় আমরা যেমনটা চাই, এই স্কোয়াড সেই পর্যায়ের নয়। এটা পরিষ্কার। ক্লাবের অনেকেও তাই মনে করে।"৫৮ বছর বয়সী এই কোচ প্রশ্ন তুললেন কিছু খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স নিয়েও।"আমরা স্কোয়াডের উন্নতি করার চেষ্টা করছি। শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, এখানে কিছু সিনিয়র খেলোয়াড় আছে যারা আশানুরূপ পারফর্ম করেনি। অনেক তরুণ খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রেও তাই।"কুমানের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমে নানা খবর চাউর হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। সম্প্রতি ক্লাব সভাপতি হুয়ান লাপোর্তাও ইঙ্গিত দেন, কাম্প নউয়ের দলটিতে আসতে যাচ্ছে বড় পরিবর্তন। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর, কুমানকে বিদায় করে ক্লাবের সাবেক মিডফিল্ডার চাভি এরনান্দেসকে নিয়োগ দিতে চেয়েছিল বোর্ড। তার সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছিল। যদিও কদিন আগে কাতারের ক্লাব আল-সাদের কোচ হিসেবে চুক্তি আরও দুই বছর বাড়িয়েছেন স্পেনের এই কিংবদন্তি ফুটবলার।কুমান বলেন, ভবিষ্যৎ নিয়ে 'নির্ভার' আছেন তিনি। "আমি মনে করি না (বার্সেলোনায়) এটাই আমার শেষ ম্যাচ। আমার চুক্তি আছে, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না।""বিষয়টি নিয়ে আপনারাই (গণমাধ্যম) অনেক কথা বলছেন। তবে আমি নির্ভার আছি। ক্লাব যদি কিছু পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে আমাকে তাদের বলতে হবে।"

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন ভারতের ডেভিস কাপ টেনিস দলের অধিনায়ক

নয়াদিল্লি, ২৩ মে।। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন ভারতের ডেভিস কাপ টেনিস দলের অধিনায়ক রোহিত রাজপাল। অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, ২ মে রোহিত তাঁর ভাইকে বলেন, পরিবারের সবাইকে এখনই যেন তাঁর ঘরের বাইরে ডাকা হয়। শেষ বার সকলকে দেখতে চান। ভাই তখন তাঁকে হাল না ছাড়ার অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত মারণ ভাইরাসকে হারিয়ে রোহিতসুস্থ হয়ে উঠেছেন।তবে একটা সময় তাঁর পরিবারকে দু'দিন উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে হয়েছে হাসতাপালে অক্সিজেন-সহ একটা শয্যার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তাঁদের শত অনুরোধেও কাজ হয়নি। করোনায় আক্রান্ত হয়ে বাড়ির পরিচারক বিরজু মারা যাওয়ার পরেই রোহিত বুঝতে পারেন, তাঁর পরিবারেরও কোনও সদস্য এই ভাইরাসে সংক্রমিত হতে পারেন।২৫ এপ্রিল ৫০ বছর বয়সি রোহিত নিশ্চিত হন, তিনি নিজেই করোনায় আক্রান্ত। একই সঙ্গে সংক্রমিত হন তাঁর বাবা। প্রথমে তাঁর খুব বেশি জ্বর না এলেও ক্রমে শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করে। বহু ক্ষমতাশালী মানুষকে ফোনে অনুরোধ করেও দিল্লি বা গুরুগ্রামের কোনও হাসপাতালে শয্যার ব্যবস্থা করতে পারেননি। চিকিৎসার জন্য রেমডেসিভির ইঞ্জেকশনও পাওয়া যাচ্ছিল না। পাওয়া গেলেও তার দাম ছিল আকাশছোঁয়া। ৩০০০ টাকার রেমডিসিভিরের জন্য কেউ কেউ চেয়েছিল ৬০ হাজার টাকা !এক রাজনৈতিক দলের রাজ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, দিল্লি টেনিস সংস্থার প্রেসিডেন্ট, জাতীয় টেনিস সংস্থার কোষাধ্যক্ষ এবং কয়েকশো কোটি টাকার মালিক রোহিত তখন বুঝতে পারেন, জীবনে অর্থ বা ক্ষমতাই সব নয়। এই সময়ে হঠাৎ তাঁর রাজনৈতিক দলের সহকর্মী ফোন করে একটি হাসপাতালের শয্যার ব্যবস্থা করার কথা জানান। কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া হাসপাতালে পৌঁছনোর মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

সুনীল দলে ফেরায় অনেক চাপমুক্ত, মেনে নিচ্ছেন মনবীর

নয়াদিল্লি, ২৩ মে।। আগামী বছর কাতার বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেলেও ২০২৩ সালে চিনে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জনের আশা এখনও বেঁচে রয়েছে ভারতীয় দলের। দীর্ঘ টানাপড়েনের পরে বুধবার রাতে কাতারের রাজধানী দোহায় পৌঁছন সুনীল ছেত্রীরা। এক দিনের নিভৃতবাস পর্ব কাটিয়ে শুক্রবার থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন কোচইগর স্তিমাচ।বিশ্বকাপ ও এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে 'ই' গ্রুপে পাঁচ ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারত। একটিও ম্যাচ জেতেননি সুনীলরা। হেরেছেন দু'টিতে। ড্র করেছেন তিনটি ম্যাচে। এখনও বাকি রয়েছে তিনটি ম্যাচ। ভারতের প্রথম খেলা কাতারের বিরুদ্ধে ৩ জুন। দ্বিতীয় ম্যাচ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৭ জুন। শেষ ম্যাচে ১৫ জুন ভারতের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। এই তিনটি ম্যাচের ফলের উপরে নির্ভর করছে এএফসি কাপের ভাগ্য। ভারত কি পারবে লক্ষ্যে পৌঁছতে?লড়াই কঠিন হলেও ওমানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলিতে অনবদ্য গোল করে ভারতের ত্রাতা হয়ে ওঠা মনবীর সিংহ কিন্তু আত্মবিশ্বাসী। দোহা থেকে আনন্দবাজারের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় তিনি বললেন, "২০২৩ সালে চিনে এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার কোনও কারণ নেই। আমরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তবে এই মুহূর্তে ধাপে ধাপে এগোতে চাই। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য বাকি তিন ম্যাচ থেকে যত বেশি সম্ভব পয়েন্ট অর্জন করা। যাতে প্লে-অফ খেলতে না হয়।" করোনায় আক্রান্ত হয়ে ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচের ঠিক আগে জাতীয় দল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন সুনীল। অধিনায়কের প্রত্যাবর্তনে উচ্ছ্বসিত মনবীর। বললেন, "সুনীল পাজি জাতীয় দলে ফিরে আসায় দারুণ আনন্দ হচ্ছে। আমার চাপও অনেক কমে গিয়েছে। দুবাইয়ে যখন ওমান এবং আমিরশাহির বিরুদ্ধে খেলেছিলাম, তখন সুনীল পাজি ছিল না। ফলে আমার উপরে অনেক বেশি দায়িত্ব এসে পড়েছিল। সুনীল পাজি আমার মতো তরুণদের কাছে শুধু নয়, অগ্রজদের কাছেও অনুপ্রেরণা।" এখানেই শেষ নয়। আরও বললেন, "বিপক্ষের গোলের সামনে আশ্চর্যজনক ভাবে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে। এই ক্ষমতা খুব কম স্ট্রাইকারেরই রয়েছে। ফুটবল এবং দলের প্রতি দায়বদ্ধতার কোনও তুলনাই হয় না। প্রতি মুহূর্তে ওর কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করি। গত ২৯ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলির পরে আর ম্যাচ খেলেননি মনবীর। করোনার দ্বিতীয় প্রবাহের ধাক্কায় ভেস্তে যায় ভারতীয় দলের প্রস্তুতি শিবির ও এএফসি কাপের খেলা। কিন্তু এক দিনের জন্যও অনুশীলন বন্ধ করেননি প্রতিশ্রুতিমান স্ট্রাইকার। ফিরে যান নিজের গ্রাম পঞ্জাবের জালন্ধর জেলায় আদমপুরের কাছে 'ডাউলিকে দূরে'-তে। মনবীর বলছিলেন, "জাতীয় দলের এবং আমার ক্লাব এটিকে-মোহনবাগানের ফিজিক্যাল ট্রেনার প্রত্যেকের জন্য আলাদা অনুশীলন সূচি তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী গ্রামের বাড়িতেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলাম। তা ছাড়া, করোনার দ্বিতীয় প্রবাহ তখনও এতটা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়নি। তাই গ্রামের মাঠে স্থানীয় ফুটবলারদের সঙ্গেও নিয়মিত অনুশীলন করতাম।"যোগ করলেন, "ওমান এবং সংযুক্ত আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমাকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলেছে। ওমানের বিরুদ্ধে গোল আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে দিয়েছে। মনবীরের বাবা কুলদীপ সিংহও স্ট্রাইকার ছিলেন। নব্বইয়ের দশকে তাঁকে নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু পঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চাকরি ছাড়ার ঝুঁকি নিতে পারেননি তিনি। ২০১৪ সালে ট্রান্সফর্মার মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন কুলদীপ। প্রাণে বাঁচলেও শরীরের নিম্নাংশ সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গিয়েছে। তার পর থেকেই কার্যত শয্যাশায়ী কুলদীপ। প্রবল অসুস্থতা সত্ত্বেও ছেলেকে নিয়মিত পরামর্শ দেন, অনুপ্রাণিত করেন। মনবীর বলছিলেন, "বাবার জন্যই আমি এই জায়গায় পৌঁছেতে পেরেছি। উনি শিখিয়েছেন লড়াই করতে। প্রতিবন্ধকতা যতই আসুক, এগিয়ে যেতে হবে। থামলে চলবে না। বাবাকে গর্বিত করাই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

রবিবার আগরতলা পুর নিগমের চৌদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির উদ্যোগে বাড়ি ঘর সেনিটাইজ করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

মাথাব্যথা, চোখ বিবর্ণ ও নাক বন্ধ হওয়াও ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের উপসর্গ ঃ এমস প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : কোভিড মুক্ত হওয়ার পরও যদি সর্বক্ষণ মাথাব্যথার উপসর্গ থেকে যায় কিংবা মুখের কোনও জায়গা যদি ফুলে যায়, সে ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। শুধু তাই নয়, চোখে-মুখে বিবর্ণতা বা মুখের কোনও অংশে অনুভূতি নষ্ট হলেও চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। দেশ জুড়ে 'ব্ল্যাক ফাঙ্গাস' নামক ছত্রাক সংক্রমণ নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ওই রোগের কিছু উপসর্গের কথা বললেন দিল্লির এমস প্রধান রণদীপ গুলেরিয়া।

নাক বন্ধ হওয়া আসা বা দাঁতের গোড়া আলগা হওয়াও 'ব্ল্যাক ফাঙ্গাস' রোগের উপসর্গ বলে জানান তিনি। কিন্তু কোনও ব্যক্তি ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত কি না, তা কী করে বোঝা যাবে? এমস কর্তা জানান, সাইনাসে এক্স-রে বা সিটি স্ক্যান করা যেতে পারে কিংবা নাকের এন্ডোস্কপি। পিসিআর পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষা করেও বোঝা যায়, কোনও ব্যক্তি সংক্রমিত কি না।

দিল্লি, গুজরাত, মহারাষ্ট্র-সহ ভারতের একাধিক রাজ্যে এখনও পর্যন্ত বহু মানুষই ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রিপোর্ট বলছে, অনেকের মধ্যেই চোখে ঝাপসা দেখা বা একই বস্তুর দু'টি প্রতিচ্ছবি দেখা (ডাবল ভিশন), বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা গিয়েছে।

যুবককে থাপ্পড়, জেলা কালেক্টরকে সরিয়ে স্বয়ং ক্ষমা চাইলেন ভূপেশ বাঘেল

রায়পুর, ২৩ মে (হি.স.) : কঠোর লকডাউন বিধি না মানার অভিযোগে এক যুবকের মোবাইল ফোন মাটিতে আছড়ে ফেলে সপাটে থাপ্পর মারলেন জেলাশাসক রণবীর শর্মা। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই একটি ভিডিও ভাইরাল হতেই ছত্রিশগড় সুরাজপুরের জেলাশাসক রণবীর শর্মাকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। এখানেই শেষ নয়, ওই যুবক ও তার পরিবারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

জানা গিয়েছে, লকডাউনের মধ্যে এক যুবক ওষুধ আনার জন্য রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। সেই সময় সুরাজপুরের জেলাশাসক রণবীর সিং ও পুলিশকর্মীরা ওই যুবকের পথ আটকায়। যুবকটি কাগজ দেখানো সত্ত্বেও তার মোবাইল রাস্তায় ফেলে চড় মারেন জেলাশাসক। যদিও পরে তিনি এই ঘটনা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ওই যুবক টিকাকরনের জন্য বেরিয়েছিলেন, কিন্তু কোন উপযুক্ত কাগজপত্র ছিল না। বাজে ব্যাবহারের জন্য তাকে থাপ্পড় মারা হয়। পরে যদিও তিনি ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

যদিও এই ঘটনার পর আসলে নামেন খোদ ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। তিনি এই ঘটনার নিন্দা করে রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ার টুইটে লেখেন, এক যুবকের সঙ্গে সুরাজপুরের জেলাশাসক রণবীর শর্মার দুর্ব্যবহার ঘটনা আমার নজরে এসেছে। এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা ও নিন্দনীয়। ছত্তিশগড়ে এমন কাজ বরদাশ করা হবে না। অবিলম্বে ওই জেলাশাসককে সরানোর নির্দেশ দিয়েছি।

অসমে ক্রমশ উন্নত কোভিড পরিস্থিতি, রবিবার আক্রান্ত ৩৫৬৩ জন, মৃত্যু ৭২ জনের

গুয়াহাটি, ২৩ মে (হি.স.) : অসমে কোভিড পরিস্থিতি ক্রমশ উন্নত হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। আজ রবিবার গোটা আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৫৬৩ জন। পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে ৭২ জনের।

এদিন রাতে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে এই খবর দিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গত কয়েকদিন থেকে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা কমছে। অনুরূপভাবে অসমেও আক্রান্তের হার কমছে। তবে মৃত্যুর সংখ্যা এখনও উদ্বেগজনক।

আজ রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। গতকাল আক্রান্ত হয়েছিলেন ৫,৯৮০ জন। আজ আক্রান্তের সংখ্য কমে হয়েছে ৩,৫৬৩। তবে গতকাল কোভিড আক্রান্ত ৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আজ মৃত্যুবরণ করেছেন ৭২ জন। কামরূপ মেট্রোয় গতকাল কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৯০২ জন। আজ সেই সংখ্যা নেমে হয়েছে ৬২৪-। আজ কোভিড পজিটিভিটির হার ৫.৬৮ শতাংশ। রোগমুক্তির হার ৮৪.৮৭ শতাংশ। প্রসঙ্গত রাজ্যের আন্তঃজেলা পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এর জন্যই কোভিডের সংক্রমণ কিছুটা হলেও রোখা যাচ্ছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সরকারী বিজ্ঞান শিক্ষকদের সামাজিক কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। কুমারঘাট মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় করোনা অতিমারিতে মানুষকে সচেতন করতে এক অভিনব উদ্যোগ নিলো সরকারী বিজ্ঞান শিক্ষক ২০১২ এর কুমারঘাট শাখা কমিটি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জায়গায় মাস্ক ব্যাঙ্ক কর্মসূচী পালন করলো সংগঠন।

মহকুমার কাঞ্চনবাড়ি এবং কুমারঘাটে এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে স্থানীয় বাজার কমিটির হাতে তুলে দেয়া হয় মাস্ক ভর্তি একটি বক্স এবং সেনিটাইজারের বোতল।বাজারে যেসব ক্রেতা বিক্রেতা বিনা মাস্কে আসবেন তাদের কাছে যাতে বাজার কমিটির মাধ্যমে মাস্ক পৌছে যায় এই উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ সংস্থার।করোনা মহামারিতে নিজেদের অস্তিত্বের জানানের পাশাপাশি কিছুটা সহযোগিতার হাত বাড়াতেই এই উদ্যোগ সংগঠনের।এদিনের এই কর্মসূচীতে সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পান্নালাল দে, স্বজন ভট্টাচার্য্য,অজিত ঘোষ,স্বপন ধর সহ অন্যান্যরা।

শান্তিরবাজারে সুদীপ সেনার মাস্ক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ মে।। শান্তির বাজার সুদীপ সেনার উদ্দ্যোগে আজ শান্তির বাজারের বিভিন্ন জায়গায় লোকজনদের মধ্যে মাক্স, সেনিটাইজার ও লেবুর সরবত বিতরন করাহয়। করোনা ভাইরাসের মহামারির দ্বীতিয় পর্যায়ে লোকজনদের পাশে দারানোর অঙ্গীকার বদ্ধ হলো শান্তির বাজারের সুদীপ রায় বর্মনের অনুগামীরা। সুদীপ রায় বর্মনের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে সুদীপ সেনাদের উদ্দ্যোগে আজ সকালথেকে শান্তির বাজারের লোকজনদের সচেতন করতে হাতে নেওয়াহয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচী। সকালবেলা শান্তির বাজারের সাপ্তাহিক পাইকারী সব্জী বাজারে আগত লোকজনের মধ্যে মাক্স , সেনিটাইজার ও পানীয় জল বিতরন করাহয়। পরবর্তী সময় সারাদিন ব্যাপি শান্তির বাজারে সাপ্তাহিক বাজারে আগত ক্রেতা বিক্রেতা, শ্রমিক ও সাধারন লোকজনের মধ্যে লেবুর সরবত বিতরন করাহয়। এই বিষয়ে সুদীপ রায় বর্মমের অনুগামীরা সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলেধরেন। উনারা জানান উনাদের এইধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারীথাকবে।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মহামারী ঘোষণা উত্তরখন্ড সরকারের

দেহরাদুন, ২৩ মে (হি.স.) : রাজস্থানের পর এবার উত্তরাখণ্ড সরকারও মিউকরমায়োসিস বা ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করল উত্তরাখণ্ড। স্বাস্থ্য সচিব পঙ্কজ কুমার জানিয়েছেন, রাজ্যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস। এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রের গাইডলাইন মেনে রাজ্য সরকার ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মহামারী আইন, ১৮৯৭ এর আওতায় ফেলা হয়েছে। শনিবার উত্তরাখণ্ডে ৬৪ জন মিউকরমায়োসিসে আক্রান্ত হয়েছেন। তার মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। পান্ডে জানিয়েছেন, ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রোগ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ অনেকেই করোনা সংক্রমণের পরে এই রোগে আক্রান্তে হচ্ছেন। আইন দ্বারা সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাতে একটি উল্লেখযোগ্য রোগের প্রয়োজন। তথ্য সংগ্রহ কর্তৃপক্ষকে রোগ পর্যবেক্ষণ করতে দেয় এবং সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাবের প্রাথমিক সতর্কতা সরবরাহ করে।

রাজ্যে-রাজ্যে ক্রমেই চিন্তা বাড়াচ্ছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ। করোনা অতিমারীর আবহে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ ক্রমেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারেরও। রাজস্থানে একশোরও বেশি মানুষের শরীরে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ে ঘোর উদ্বেগে রাজস্থান সরকার। ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ রাজ্যে মারাত্মক আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই কারণেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণকেও 'মহামারী' হিসেবে ঘোষণা করেছে রাজস্থান সরকার। রাজস্থানের স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সংক্রমণে লাগাম টানার চেষ্টা। মারণ করোনার সংক্রমণে এমনিতেই বিপর্যস্ত মরুরাজ্য রাজস্থান। করোনার সংক্রমণ হু হু করে ছড়াচ্ছে রাজস্থানে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যু। তার উপর গোদের উপর বিষফোড়ার মতো দেখা দিয়েছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস।

চোখ রাঙাচ্ছে 'ইয়াস', ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতিতে ফাঁক রাখতে চাইছে না কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : আগামী ২৬ মে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-র। তার আগে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সচিব রাজীব গৌবা। বিপর্যয়ের আগেই যাতে সব প্রস্তুতি সেরে ফেলা যায় সেই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে যাতে কোনও ভাবেই কোভিড কেয়ার সেন্টার ও হাসপাতালগুলিতে সমস্যা না হয় সে দিকে বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মৌসম ভবনের ডিরেক্টর জেনারেল ও অন্য আধিকারিকরা। বিপর্যয়ের আগেই উপকূলের নিচু এলাকাগুলি থেকে মানুষকে বার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। খাবার, জল, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যাতে অভাব না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে কমিটিকে। কেন্দ্র জানিয়েছে, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৬৫টি দলকে মোতায়েন করা হয়েছে এই দুই রাজ্যে। এ ছাড়া আরও ২০টি দল তৈরি রয়েছে। প্রয়োজন পড়লে তাদের কাজে নামানো হবে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনীকেও তৈরি রাখা হয়েছে। প্রয়োজন পড়লে তারাও উদ্ধার কাজ ও অন্যান্য সাহায্যে নেমে পড়বে।

কেন্দ্র জানিয়েছে, এই মুহূর্তে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করছে। নিম্নচাপের গতি প্রকৃতির দিকে নজর রেখেছে নৌবাহিনী। হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড ডিজাস্টার রিলিফ (এইচএডিআর)-এর আওতায় নৌবাহিনীর ৪টি জাহাজকে তৈরি রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে যেখানে ক্ষয়ক্ষতি হবে সেখানে ত্রাণ ও অন্য সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছে যাবে এই জাহাজগুলি। এ ছাড়া বিশাখাপত্তনমে আইএনএস ডেগা ও চেন্নাইয়ে আইএনএস রজলিকে তৈরি রাখা হয়েছে। প্রয়োজন পড়লে নৌবাহিনীর বিমানে করে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে আনার কাজ করা হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

আতঙ্কিত সাগর দ্বীপের মানুষজন

গঙ্গাসাগর, ২৩ মে (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় আমপানে ভেঙেছিল একাধিক নদীবাঁধ, কোনোও যায়গায় বাঁধ নীচু থাকায় উপচে এসেছিল নদীর নোনা জল। সেসব থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ঘূর্ণিঝড় ইয়াস আসার আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর দ্বীপের একাধিক যায়গায় নদীবাঁধ সারাই ও উঁচু করার কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসনের নির্দেশে ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বটতলা নদীবাঁধ বাধাঁনোর কাজ চলছে। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় আমপানে যে সমস্ত যায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যেমন সাগরের সুমতি নগর, বঙ্কিমনগরে গ্রামে বাঁধের কাজ চলচ্ছে জোর কদমে। প্রশাসনের পাশাপাশি বাঁধসারাইয়ের কাজে হাত লাগাচ্ছেন গ্রাম বাসীরাও। আমপান ঝড়ে এই সমস্ত বাঁধ ভেঙে ক্ষতি হয়েছিল গোটা গ্রামের। তাই ইয়াস আসার আগে যথেষ্ট আতঙ্কিত এলাকার সাধারণ গ্রামবাসীরা।

ঘূর্ণিঝড় আমপানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন সহ সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, কূলতলি ব্লকের একাধিক জায়গায় নদীবাঁধ ভেঙেছিল বহু গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল। গ্রাম প্লাবিত হওয়ার বাড়ি ঘর থেকে শুরু করে চাষের জমি সবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এই এলাকার মানুষজনের। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফের ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের ভ্রূকুটি। এই এলাকার মানুষজনের দাবি বারে বারে আয়লা, আমপানের মতো ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার উপর আছড়ে পড়ছে।

রবিবার এসএফআই ও ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

আরও এক সপ্তাহের লকডাউনের মেয়াদ বাড়ল রাজধানী দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি.স.) : আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও এখনও কমছে না উদ্বেগ। সেই সঙ্গে বাড়ছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের থাবা। এমতাবস্থায় দিল্লিতে আরও এক সপ্তাহের লকডাউনের মেয়াদ বাড়ল। রবিবার নতুনভাবো ঘোষণা করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আগামী ১ সপ্তাহ পর্যন্ত আপাতত এই মেয়াদ বাড়ানোর পর আগামী ৩১ মে থেকে প্রথম পর্বের আনলক পর্বও শুরু হচ্ছে দিল্লিতে। কিন্তু তার আগে যাতে আম-আদমির খামখেয়ালিপনার জন্য নতুন করে পস্তাতে না হয় তাই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে দিল্লিতে সংক্রমণের হার নেমেছে ২.৫ শতাংশে, যা গত ১ এপ্রিলের পর থেকে সবচেয়ে কম। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীতে নতুন করে ১৬০০ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। যা মার্চের এক তারিখের পর থেকে সর্বনিম্ন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় প্রাণ গিয়েছে ১৮২ জনের। এই মুহূর্তে দিল্লিতে সব মিলিয়ে মৃত ২৩ হাজার ১৩।

আর এই পরিসংখ্যান দেখেই অনেকেই বলছেন তবে হয়তো শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের করোনা ধাক্কা অনেকটাই সামলে নিল দিল্লি। যদিও তারপরেও করোনা বিধিতে একবিন্দুও খামিত দিতে রাজি নন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সমস্ত কোভিড বিধি সঠিক ভাবে পালন করা হলেই আনলক পর্ব শুরু করা হবে বলে জানান তিনি। অন্যথায় ফের কড়া ব্যবস্থা নেবে সরকার। এদিকে বর্তমানে দিল্লিতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও কমে দাঁড়িয়েছে ৩১ হাজার ৩০৮। এমনকী মাসখানেক আগেও রাজধানীতে সংক্রমণের হার ছিল প্রায় ২৫ শতাংশ। যা বর্তমানে ৪ শতাংশের নীচে নেমে গিয়েছে। দিল্লির সাম্প্রতিক কোভিড চিত্র বলছে, আগের থেকে অনেকটাই ভালো আছে রাজধানী। করোনার দ্বিতীয় ঢেউতে ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছিল দিল্লির। বেড়েই চলছিল কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু বর্তমানে সক্রিয় রোগীর পাশাপাশি পজিটিভিটি রেট কমায় অনেকটাই কমেছে উদ্বেগ। এদিকে এপ্রিল শুরু থেকে করোনার প্রকোপ বাড়তে থাকায় গত ১৯ এপ্রিল লকডাউন জারি হয় দিল্লিতে। পরে তা ১৬ মে আরও এক সপ্তাহের জন্য বাড়ানো হয়।

অবশেষে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন বাংলাদেশের সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম

ঢাকা, ২৩ মে (হি.স.) : অবশেষে বাংলাদেশের সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের জামিন মঞ্জুর করল ঢাকার আদালত। তবে পাঁচ হাজার টাকা ব্যক্তিগত বন্ড এবং পাসপোর্ট জমা দেওয়ার শর্তে তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়েছে। মামলা চলাকালীন রোজিনা দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। রবিবার ঢাকা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট রোজিনার আবেদনে স্বীকৃতি দেন। তাঁর জামিনে ফের খুশির হাওয়া বাংলাদেশের সাংবাদিক মহলে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় দৈনিকের সিনিয়র সাংবাদিক পদে রয়েছেন রোজিনা।

নিজের পেশার স্বার্থে সত্য উদঘাটন করতে গিয়ে বিপদে পড়েন সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম। তদন্তমূলক সাংবাদিকতার জন্য বাংলাদেশে জনপ্রিয় রোজিনা। অভিযোগ, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দুর্নীতি প্রকাশ্যে আনার জন্য একাংশের রোষানলে পড়েছেন তিনি। গত সোমবার সচিবালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের একটি কক্ষে প্রায় ছ ঘণ্টা ধরে আটকে রাখা হয় তাঁকে। অভিযোগ, হেনস্তার শিকার হন সাংবাদিক রোজিনা। রাতে তাঁকে শাহবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং অফিশিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টে মামলা দায়ের হয় তাঁর বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি আওয়ামি লিগ, বিএনপি-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা রোজিনার মুক্তির দাবি জানান। মামলার তদন্তভার বাংলাদেশ পুলিশের গোয়েন্দা শাখায় হস্তান্তর করা হয়। বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন মামলার শুনানি শেষ হলেও, সেদিন রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারক বাকি বিল্লাহ।

রবিবার রোডিনার জামিন মঞ্জুরের পর ঢাকার মুখ্য মহানগর বিচারক আদালতের বিচারক বাকি বিল্লাহ বলেন, "গণমাধ্যম গণতন্ত্রের অন্যতম অনুষঙ্গ। গণমাধ্যমের কারণে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দায়িত্বশীল আচরণ করে থাকে। কোর্ট ও গণমাধ্যম একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাজ করে।" এদিন সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের জামিন মঞ্জুরের পর রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন তিনি। একইসঙ্গে সাংবাদিক রোজিনাকে দায়িত্ব পালনে আরও সতর্ক হতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টের মামলায় পাসপোর্ট জমা দেওয়ার শর্তে রোজিনা ইসলামের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।